Contents

১২শ সংখ্যা/১৫শ বর্ষ

কার্তিক ১৩৭৬ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

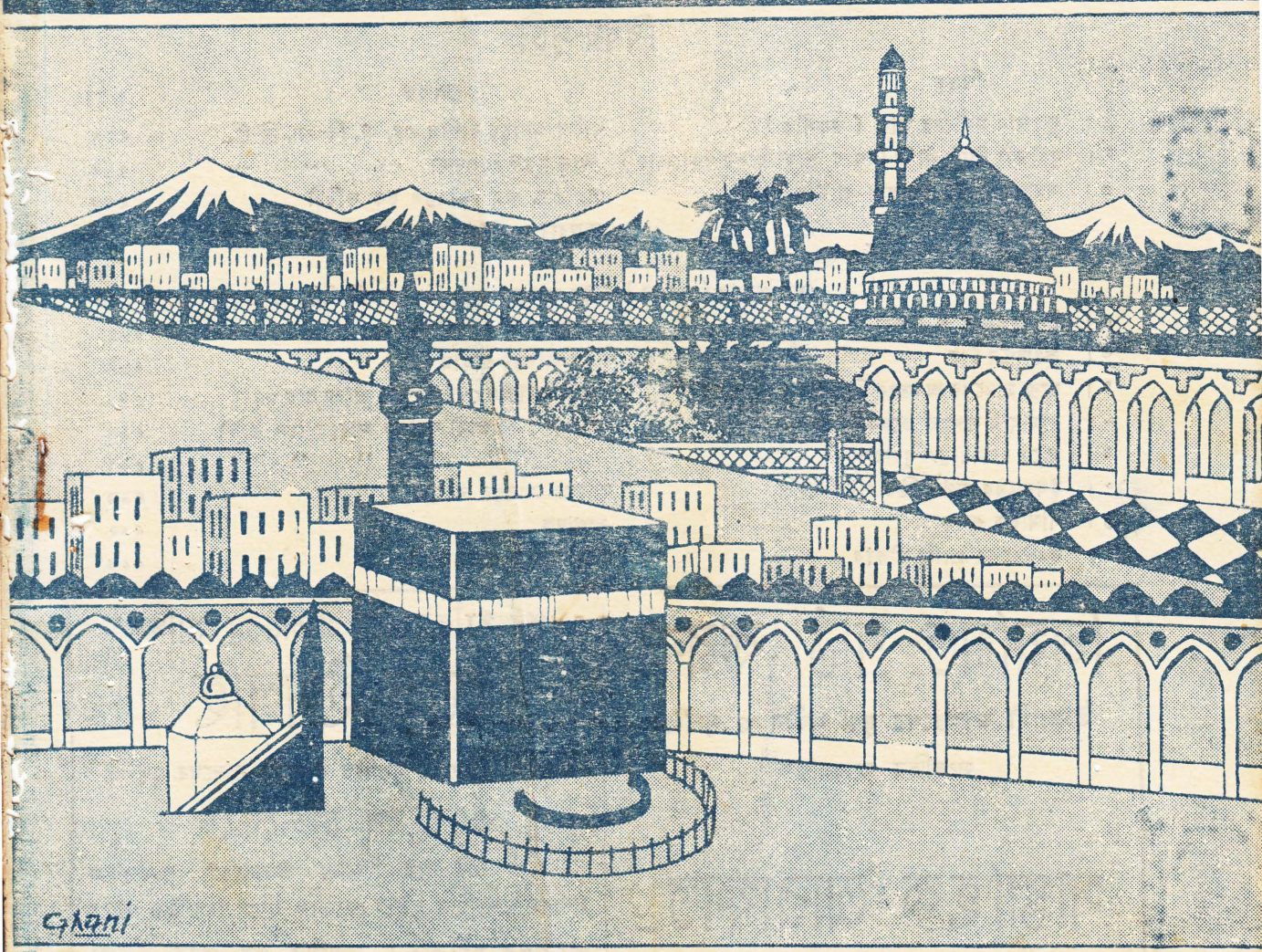

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

কার্তিক—১৩৭৬ বাং | অক্টোবর—১৯৬৯ ইং

শা'বান—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৫৫৭
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু যুসুফ দেওবন্দী	৫৬২
৩।	সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা	এ, এফ, এম আবদুল হক ফরিদী অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৭৩
৪।	বিশ্ব নবীর জীবনাদর্শ ও তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় (সঙ্কলন)	ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দীকী ডি লিট, অনুসন্ধান বিশারদ	৫৭৭
৫।	ইস্‌তিগফার ও তওবা	মুহাম্মদ আসীর সিদ্দীকী	৫৮৫
৬।	কুরআনে চাঁদ	শাইখ আবদুর রাহীম	৫৮৯
৭।	চন্দ্রে মানবের অবতরণ কি সম্ভব ?	আবু ওবায়েদ শেখ মোহাঃ আবদুল্লাহ নদবী	৫৯১
৮।	রামাযান সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস	অনুবাদ : আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৫৯৪
৯।	মাহে রামাযানুল মুবারক	,, ,, ,, ,, ,,	৫৯৭
১০।	ইসলামের অর্থনৈতিক পথ-নির্দেশ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৯৯
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৫০২
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	মওঃ আবদুল হক হক্কানী	৫০৬

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৮'০০ ষান্মাসিক : ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দরঅঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; শাবান, ১৩৮৯ হিঃ নভেম্বর, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	১২শ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম.এ, বি.এল বি.টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ—সূরাহ আল্ কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

৪৬। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহারা ঐ দণ্ডের কারণে ভারাক্রান্ত হয় ?

۴۶ - اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ •

৪৬—৪৭। ৪৪ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যাহারা কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে না তাহাদের সাহিত বুঝাপড়া করার ভার আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেন। তারপর এই আয়াত দুইটিতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার কালাম মানিয়া লইয়া উহার বিধান-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٤٧ - أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٥

٤٨ - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৭। অথবা তাহাদের নিকটে কি অদৃশ্যের কোন সংবাদ আছে যাহা তাহারা লিখিয়া লয়?

৪৮। অতএব (হে রাসূল), তোমার রাব্বের হুকমের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং রাগে ভরপুর, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ অবস্থায় আল্লাহকে আহ্বানের সময়কার মৎস্য-সঙ্গীর মত হইও না।

গুলি পালন করিতে তাহাদের বাধা কি? কোন্ ব্যাপার তাহাদের এই কাজে প্রতিবন্ধক হইতেছে? বস্তুতঃ, এমন কোন বাধাও নাই, কোন প্রতিবন্ধকও নাই। কারণ মানুষ এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ দুইটি কারণে এইরূপ নির্দেশ মানিতে পশ্চাদপদ হয়। (এক) ঐ নির্দেশ পালন করিতে গেলে যদি আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (দুই) ঐ নির্দেশের অনুরূপ অথবা তদপেক্ষা উত্তম নির্দেশের অধিকারী যদি সে নিজেই হয়। এই দুই কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে মানুষ স্বাভাবতই অপর বিজ্ঞ ও বিচক্ষণের নির্দেশ মান্য করিয়া চলে। এই আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, কুরআনের বিধানসমূহ পালন ব্যাপারে এই দুইটি কারণের কোনটিই বর্ত্তমান নাই। আল্লাহের রাসূল এই সবের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাহেনও না গ্রহণও করেন না। দ্বিতীয়তঃ কুরআনের অনুরূপ কোন অহ্‌ঈ বা আল্লাহের এমন কোন কালামের অধিকারীও তাহারা নয় যে, সেই কালামের উপর নির্ভর করিয়া এই কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করিবে অথবা তাহাদের নিকট গাইবের এমন কোন সংবাদও নাই যাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের এই শির্‌ক ও কুফর এর প্রতিদানে তাহারা জান্নাতের অধিকারী হইবে। এমত অবস্থায় তাহাদের পক্ষে কুরআনের বিধানগুলি অমান্য করা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায়।

৪৮। فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ : অতএব (হে রাসূল), তোমার রাব্বের হুকমের জন্য ধৈর্য অবলম্বন কর। রাব্বের ঐ হুকমটির এবং 'জন্য' এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই অংশটির তিন প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

(এক) তোমার রাব্ব কাফির মুশরিকদিগকে পাকড়াও না করিয়া প্রশ্রয় দিয়াই চলিয়াছেন এবং তোমাকে সাহায্য করিতে বিলম্ব করিতেছেন—তাঁহার এই হুকমের কারণে ধৈর্য অবলম্বন কর।

(দুই) তোমার রাব্ব তোমাকে হুকম করিয়াছেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তাঁহার এই হুকম পালন করিতে গিয়া কাফির মুশরিকেরা তোমাকে নানা ভাবে কষ্ট দিতেছে। তাঁহার ঐ ইসলাম প্রচারের হুকমটির কারণে তুমি ঐ সব কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন কর।

(তিন) তোমার প্রতি কাফির মুশরিকদের অত্যাচারের অবসানের জন্য তোমার রাব্বের হুকমের অপেক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন কর।

صَاحِبِ الْحُوتِ : হুতের সঙ্গী মৎস্য-সঙ্গী। এখানে 'হুতের সঙ্গী' বলিয়া নাবী য়ুনুস আলাইহিস্-সলাতু অস্-সালামকে বুঝানো হইয়াছে। সূরা আল্-আম্বিয়া: ৮৭ আয়াতে তাঁহাকে 'যুননূন' বা 'মৎস্য-ওয়ালা' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। য়ুনুস আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের মৎস্য সংক্রান্ত এই ঘটনাটির উল্লেখ ও বিবরণ কুরআন হাকীমের এই আয়াত ছাড়া ১০ য়ুনুস: ৯৮ আয়াতে, ২১ আল-আম্বিয়া: ৮৭—৮৮ আয়াতে এবং ৩৭ আস্‌সফ্‌ফাত: ১৩৯—১৪৮ আয়াত-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নের বিবরণে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত অংশগুলি উল্টা কমার মধ্যে উদ্ধৃত করিব। বাকী বিবরণ তাফসীরের কিতাব হইতে গৃহীত।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, মোসুল প্রদেশের অন্ত-

www.ahlehadeethbd.org

গীত (৩৬ উঃ ৪৩ পূঃ) 'নিনোভা' শহরের অধিবাসীদের নিকট য়ুনুস আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম রাসূলরূপে প্রেরিত হন। ঐ শহরটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত। 'ঐ শহরের অধিবাসী একলক্ষেরও বেশী ছিল'—৩৭ : ১৪৭। ঐ শহরের অধিবাসীগণ মূর্তির পূজা করিত। য়ুনুস আঃ সাত বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করিয়া এক আল্লাহের ইবাদাত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে থাকেন। কিন্তু কেহই মূর্তি পূজা ত্যাগ করিল না। অবশেষে য়ুনুস আঃ তাহাদিগকে আল্লাহের শাস্তির ভয় দেখাইলেন এবং এক দিন তিনি দিন-কাল নির্ধারিত করিয়া বলিয়া দিলেন, "আজ হইতে তিন দিন পরে তোমাদের প্রতি আল্লাহের শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে।" অনন্তর শাস্তি আগমনের দিবসের পূর্ব রাত্রিতে "তিনি ক্রোধাবিষ্ট ও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ শহর হইতে প্রস্থান করিলেন।"—২১ : ৮৭। হযরত য়ুনুস আঃ এই শহর পরিত্যাগের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে স্পষ্ট অনুমতি না লইয়াই "পলায়ন করেন। এবং পলাইয়া লোকজন ভর্তি এক নৌকায় গিয়া উঠেন।"—৩৭ : ১৪০।

অনন্তর নৌকাটি মাঝ নদীতে পৌছিয়া এক ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে। তখন নৌকার আরোহীরা বলিতে লাগিল, নিশ্চয় কোন পলাতক দাস এই নৌকায় আছে এবং তাহারই কারণে আমাদের জীবন বিপদাপন্ন হইয়াছে। অতএব ঐ পলাতক দাসকে নদীতে নিক্ষেপ করা হউক। কিন্তু কেহই নিজেকে 'পলাতক দাস' বলিয়া স্বীকার করিলনা। তখন 'চিঠি-খেলার আশ্রয় লওয়া হইল এবং তিনি অপরাধী প্রমাণিত হইলেন।'—৩৭ : ১৪১।

অনন্তর য়ুনুস আঃ নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং নৌকা বিপদমুক্ত হইল।

'তখন য়ুনুস আঃ কে এক বৃহৎ মৎস্য গিলিয়া ফেলিল'—৩৭ : ১৪২। কিন্তু মাছ তাঁহাকে হযম করিতে পারিল না। আল্লাহ তা'আলার হুকমে মাছের পেট য়ুনুস আঃ এর কয়েদখানায় পরিণত হইল। মাছ তাঁহাকে উদরে লইয়া অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। আর য়ুনুস আঃ মাছের পেটের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। "তিনি বলিয়া চলিলেন"

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ •

হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তুমি সকল অপবিত্রতা সকল দোষ হইতে মুক্ত। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আর আমি নিশ্চয় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"—২১ : ৮৭।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে যদি না মাছের পেটের মধ্যে থাকিয়া এই 'তাসবীহ' পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিত তাহা হইলে (সে মাছটির খোরাকে পরিণত হইয়া প্রাণ হারাইত এবং) একেবারে কিয়ামতের দিনে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত'—৩৭ : ১৪৪।

যাহা হউক "এই তাসবীহের বারাকাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিপদমুক্ত করেন এবং এই ভাবেই তিনি মুমিনদের নাজাত দিয়া থাকেন"—২১ : ৮৮।

এই আয়াত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, কোন মুমিন যদি বিপদে পড়িয়া এই তাসবীহ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বিপদমুক্ত করেন।

মাছটি য়ুনুস আঃ কে পেটে লইয়া এক মুহূর্ত শান্তি পায় নাই। অবশেষে গড়াইতে গড়াইতে ভাসিতে ভাসিতে কোথাও "নদীর তীরে গিয়া পৌছে এবং য়ুনুস আঃ-কে সেখানে উদ্গিরণ করিয়া ফেলে"—৩৭ : ১৪৫।

য়ুনুস আঃ বহু দিন মাছের পেটে থাকায় তাঁহার শরীরের ত্বকের পক্ষে আলো রোদ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই 'আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপরে লাউ গাছ ছড়াইয়া দেন"—৩৭ : ১৪৬। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাফসীরকারগণ বলেন যে, নিকটস্থ জঙ্গল হইতে একটি হরিনী আসিয়া তাঁহাকে নিয়

www.ahlehadeethbd.org

٤٩ - لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ •

৪৯। তাঁহার রাব্বের পক্ষ হইতে আগত নি'মাত যদি তাহাকে না পৌঁছিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় নিন্দিত অবস্থায় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত।

স্তন্য পান করাইয়া চলিয়া যাইত।

ওদিকে নির্ধারিত দিবসে নিনোভাবাসীদের দিকে আল্লাহ তা'আলার আযাব অগ্রসর হইতে থাকে নিনোভাবাসীরা তখন ব্যাকুলভাবে য়ুনুস আঃ এর সন্ধান করে। অবশেষে তাঁহারা কান্নাকাটি করিয়া তাওবা করায় তাহাদের আযাব টলিয়া যায়।

مَكْظُوم : ক্রোধাবিষ্ট, রাগে ভরপুর। য়ুনুস আঃ-এর ক্রোধ ও ক্ষোভের বহুবিধ কারণ ছিল। (এক) সাত বৎসর ধরিয়া নিনোভার অধিবাসীদের মূর্তিপূজা ত্যাগ না করা। (দুই) তিনি নিনোভাবাসীদের যে আযাবের ভয় দেখাইয়াছিলেন তাহা টলিয়া যাওয়া। (তিন) আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট অনুমতি না লইয়া নিনোভা ত্যাগের জন্য অনুশোচনা। (চারি) মাছের পেটে কারাবাস। তাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, য়ুনুস আঃ মাছের পেটে থাকাকালে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন।

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই বলিয়া সতর্ক করা হয় যে, তিনি যেন য়ুনুস আঃ-এর মত অধীর অস্থির হইয়া তাঁহার মত কাজ করিয়া না বসেন। যদি ঐরূপ কিছু করেন তাহা হইলে তাঁহাকেও য়ুনুস আঃ এর মত কোন না কোন দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে।

৪৯। نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ : তাহার রাব্বের পক্ষ হইতে আগত নি'মাত বা অপ্রত্যাশিত দান। এখানে 'নি'মাত' বলিয়া 'তাসবীহ পাঠের তাওফীক বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ য়ুনুস আলাইহিস সলাতু অস্‌সালামের তাসবীহ পাঠের মধ্যে তাহার নিজের কোন কৃতিত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ঐ বিপদ হইতে নাজাত দিবার জন্য তাঁহাকে ঐ তাসবীহ পাঠের তাওফীক, মানসিকতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দান করেন।

الْعَرَاء : উন্মুক্ত প্রান্তর; যেখানে না আছে কোন প্রাণী আর না আছে কোন উদ্ভিদ। এখানে 'উন্মুক্ত প্রান্তর' বলিয়া উষর ভূতলকেও বুঝানো যাইতে পারে, আবার কিয়ামতের ময়দানও বুঝানো যাইতে পারে। কাজেই আয়াতটির বিভিন্ন তাৎপর্য দাঁড়ায় এইরূপ :

(এক) তাঁহার প্রতি যদি আল্লাহের রাহমাত না হইত তাহা হইলে তিনি নিন্দিত অবস্থায় নদী-তীরে অথবা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার রহমত হইয়াছিল কাজেই তিনি নদীতীরে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত না হইয়া আদৃত ও সম্মানিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হন। তাঁহার আদর সম্মানের নিদর্শন ছিল তাঁহার আরামের জন্য তাঁহাকে লাউগাছের ছায়াদানের ব্যবস্থা করা। তিনি যাহাতে শোওয়া অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার শায়িত অবস্থায় তাঁহার মুখে হরিনীর স্তন্যদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

(দুই) তাঁহার প্রতি যদি আল্লাহের দয়া ও নি'মাত না হইত তাহা হইলে তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় এই পৃথিবীতে আর ফিরাইয়া আনাই হইত না। বরং তাঁহাকে মাছের পেটে মরণ দিয়া তাঁহাকে একেবারে কিয়ামতের প্রান্তরে পুনর্জীবিত করা হইত নিন্দিত অবস্থায়।

একটি প্রশ্ন : বলা হইয়াছে যে, যদি তিনি তাসবীহ না পড়িতেন তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতেই হউক আর কিয়ামাতেই হউক নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইতেন। তবে কি তিনি আল্লাহের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া নিনোভা ত্যাগ করার কারণে বাস্তবিকই কোন পাপ করিয়াছিলেন? জওয়াব কয়েকভাবে দেওয়া হইয়াছে। (এক) ••• ••• হইলে নিন্দিত হইতেন। কাজেই তিনি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫০। অনন্তর তাহার রাব্ব তাহাকে (নুবুওতের জন্য) মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

৫১। আর ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা কাফির হইয়াছে তাহারা যখন কুরআন শুনে তখন তাহারা নিজেদের দৃষ্টিযোগে তোমার পদস্খলন ঘটাইবার উপক্রম করে এবং তাহারা বলে, নিশ্চয় সে সত্যই উম্মাদ।

٥٠ - فاجتبه ربه فجعله من الصلحين •

٥١ - وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون •

যখন নিন্দিত হনই নাই তখন তাঁহার পাপ করার প্রশ্নই উঠে না। (দুই) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সামান্য ক্রটিকেও অন্যায় পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এই নীতি অনুসারে অপরের জন্য মুবাহ কাজটিকে সম্ভবতঃ তাঁহার সম্পর্কে নিন্দিত কাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (তিন) ঐ সময়ে তিনি রাসূল ছিলেন না। বরং তৎকালীন অন্য রাসূলের শিষ্য ও দূত হিসাবে তাঁহাকে সেখানে পাঠানো হইয়াছিল। পরবর্তী আয়াতটি এই তৃতীয় জওয়াবটির অনুকূল। কারণ পরবর্তী আয়াতটিতে বলা হইয়াছে 'ফাজতাবাহু রাব্বুহু' অতঃপর তাহাকে নাবীরূপে মনোনীত করিলেন তাঁহার রাব্ব।

৫০। এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। এক দল আলিম 'ফাজতাবাহু'এর হাকীকী (প্রত্যক্ষ) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উল্লিখিত ঘটনাটির পূর্বে য়ূনুস আলাইহিস সলাতু অসসালাম নাবী ছিলেন না। ঐ ঘটনাটির পরে তাঁহাকে নুবুওত দান করা হয়। ইবনু 'আব্বাস প্রমুখ অপর দলটি বলেন যে, তিনি ঘটনাটির পূর্বেই নুবুওত লাভ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা 'ফাজতাবাহু' এর মাজাযী (পরোক্ষ) অর্থ করেন এইরূপ: 'অনন্তর তাঁহার রাব্ব তাঁহার প্রতি পুনরায় অহ্‌ঈ নাযিল করেন'।

৪৮ হইতে ৫০ পর্যন্ত আয়াত তিনটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মু'মিনদের একটি দল যখন উহুদ যুদ্ধে যোগদান করিতে গিয়া ফিরিয়া পলাইয়া আসে তখন তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বদ দু'আ করিবার ইচ্ছা করিলে এই আয়াত তিনটি নাযিল হয়।

৫১। يكاد....ليزلقونك بابصارهم তাহারা নিজেদের দৃষ্টিযোগে তোমার পদস্খলন ঘটাইবার উপক্রম করে। এই অংশটির তাৎপর্য সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। এক দল ইহার মূল প্রত্যক্ষ অর্থ ধরিয়া বলেন যে, কাফির মুশরিকেরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি বদ নযর লাগাইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিত। অর্থাৎ তাহারা বদ নযর যোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধ্বংস কামনা করিত। ইহাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা বদ নযরের প্রভাব ও ক্রিয়াতে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা ইহার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন যে, এখানে 'পদস্খলন ঘটাইবার' তাৎপর্য হইতেছে 'সংকল্পচ্যুত করা'। তাই তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যা এই ভাবে করেন যে, কাফির মুশরিকেরা সব সময়ই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। বিশেষতঃ তিনি যখন কুরআন তিলাওত করিতেন তখন তাহারা কুরআন

(৫৮৩-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

।। আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ।।

بَابُ مَاجَاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সপ্তদশ অধ্যায়

নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পাগড়ী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(١١٥-١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(১১৫-১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইব্ন্‌ মাহ্‌দীই, তিনি রিওয়ায়াত করেন হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ হইতে— আরও আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহ্‌মূদ ইব্‌নু গায়লান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি রিওয়ায়াত করেন হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবুয্-যুবাইর হইতে, তিনি জাবির হইতে, তিনি বলেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিজয় দিবসে মাথায় কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মাক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

(১১৫—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযীর জামি' গ্রন্থে তুহ্‌ফা: ৩ | ৪৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুসলিম: ১ | ৪৩৯ পৃষ্ঠা, সুনান আবূ দাউদ: ২ | ২০৯ পৃষ্ঠা, সুনান নাসা'ঈ: ২ | ২৯৯ পৃষ্ঠা ও সুনান ইবনু মাজাহ: ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বের পরিচ্ছেদটিতে ১১৪ নং হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মাক্কা) বিজয় বর্ষে মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মাক্কায় দাখিল হন; অথচ, এই হাদীসে বলা হয় যে, তিনি ঐ বিজয় দিবসে মাথায় কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মাক্কায় দাখিল হন। এই পরস্পরবিরোধী উক্তি দুইটির সমন্বয় মুহাদ্দিসগণ তিন ভাবে করিয়া থাকেন। (এক) মাক্কায় দাখিল হইবার সময় তাঁহার মাথায় লৌহশিরস্ত্রাণ ও পাগড়ী উভয়ই ছিল। প্রথমে পাগড়ী বাঁধিয়া তাহার উপরে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া ঐ অবস্থায় তিনি মাক্কায় দাখিল হইবার পর তিনি লৌহ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া রাখেন এবং তখন তাঁহার মাথায় কেবলমাত্র পাগড়ীটি বাঁধা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকে। লোহার ময়লা ও লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধানজনিত অসুবিধা ও অস্বচ্ছন্দতা হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে পাগড়ী বাঁধিয়া উহার উপরে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়াছিলেন। (দুই) সম্ভবতঃ তিনি লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিয়া তাহার উপরে পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় মাক্কায় প্রবেশ করেন। (তিন) মাক্কায় প্রবেশের প্রথম দিকে তাঁহার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল এবং প্রবেশ শেষে তাঁহার মাথায় পাগড়ী ছিল। এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সর্বাধিক সার্বজনীন ও স্বাভাবিক।

سواد ১০৫০: কাল পাগড়ী। অষ্টম অধ্যায়ে ৬৮ ও ৬৯ নং হাদীস দুইটিতে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "বর্ণের দিক দিয়া শুভ্র বর্ণের বস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বাধিক সুরুচি-সম্মত। অতএব তোমরা শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর এবং মৃতদেরে শুভ্র বস্ত্রের কাফন পরাও।" ঐ হাদীস দুইটির পরিপ্রেক্ষিতে এক দল আলিম দাবী করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাক্কা বিজয়ের সময় বা কোনও সময় কাল পাগড়ী পরেন নাই। সর্বদা সাদা রংয়ের পাগড়ীই পরিয়াছেন। তাঁহারা এই হাদীসটির তাৎপর্য এই ভাবে বর্ণনা করেন যে, লৌহ শিরস্ত্রাণের উপরে পাগড়ী বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া ঐ লৌহের কারণে পাগড়ীটি কাল দেখাইতেছিল অথবা উহা তৈল মলিন কাল ছিল বলিয়া এই হাদীসে ঐ পাগড়ীটিকে কাল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাহাদের ঐ কৈফিয়তটি স্পষ্ট শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থের বিরোধী ও কষ্টকল্পিত হওয়ার কারণে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ঐ কৈফিয়ত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আদত খাঁটি কাল রংয়ের পাগড়ীই পরিয়াছিলেন। তারপর সাদা রংয়ের কাপড় পরিধান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিজের কাল পাগড়ী পরিধান করার হেতু সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যদি কাল পাগড়ী পরিধান না করিতেন তাহা হইলে মুমিনেরা স্বাভাবিক ভাবে এই ধারণাই করিত যে, সাদা ছাড়া অন্য কোন রংয়ের পাগড়ী পরা চলিবে না এবং তাহাতে লোকদের পক্ষে কষ্ট নিশ্চয় হইত। তাই সাদা রংয়ের পাগড়ী ছাড়া অন্য রংয়ের পাগড়ী ব্যবহারের বৈধতা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কাল পাগড়ী ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। তাহা ছাড়া বিশেষ করিয়া মা'ক্কা বিজয়ের কালে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর কাল পাগড়ী পরিধান করার রহস্য সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ যে বিবরণ দেন তাহা এইরূপ :—

'কাল' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দের মূলে যেমন রহিয়াছে 'সীন', 'ওাও' ও 'দাল' এই তিনটি হরফ, সেইরূপ 'সরদারী' ও 'নেতৃত্ব' শব্দের আরবী প্রতিশব্দের মূলেও রহিয়াছে ঐ তিনটি হরফ। 'সরদার', 'নেতা' বা 'প্রধান' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে 'সাইয়িদ'। এই 'সাইয়িদ' শব্দটি মূলে ছিল 'সাইওিদ'। মূল 'সীন' অক্ষরের পরে অতিরিক্ত 'য়া' এবং উহার পরে 'ওাও', 'দাল'। কাজেই আরবী ভাষায় 'কাল' ও 'নেতৃত্ব' শব্দ দুইটির মূল এক হওয়ার কারণে একটির ধারণা স্বাভাবিকভাবেই অপরটির ধারণার উদ্রেক করে। উৎপত্তির দিক দিয়া 'কাল' ও 'নেতৃত্ব' উভয়ের মধ্যে এই মিল থাকায় মাক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাল পাগড়ী পরিধান মাক্কাবাসীদের উপর তাঁহার নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়া গণ্য করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়তঃ 'কাল' রংয়ের বিশেষত্ব এই যে, উহা আর সব রংয়ের উপর নিজ আধিপত্য পূর্ণরূপে বিস্তার করে; কিন্তু কাল রংয়ের উপর অন্য কোন রং লাগে না। তাই মাক্কা বিজয় কালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 'কাল' পাগড়ী পরিধান এই ইঙ্গিত বহন করে যে, মাক্কা বিজয়ের ফলে ইসলামের রং ছাড়া অন্য সকল রং তিরোহিত হইল এবং 'ইসলাম' কাল রংয়ের স্থায়িত্বের ন্যায় স্থায়িত্ব লাভ করিল ও সুদৃঢ় হইল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২—১১৬) حدثنا ابن ابى عمر ثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء.

(৩—১১৭) حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال ثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان النبى صلى

(১১৬-২) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্নু আবী 'উমার', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুসাওয়ির আল্-অর্‌রাক হইতে, তিনি জা'ফার ইব্নু 'আম্‌র ইব্নু হুরাইস হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাথায় কাল পাগড়ী দেখিয়াছি।

(১১৭-৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইব্নু গাইলান ও য়ূসুফ ইব্নু 'ঈসা, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি রিওয়ায়াত করেন মুসাওয়ির আল্-অর্‌রাক হইতে, তিনি জা'ফার ইব্নু 'আম্‌র ইব্নু হুরাইস হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন ইহা নিশ্চিত যে, নাবী

(১১৬—২) ابن ابى عمر : ইব্নু আবী 'উমার। এখানে 'ইব্নু' বলিয়া 'পৌত্র' বুঝানো হইয়াছে। ইমাম তিরমিযীর এই শাইখের নাম মুহাম্মাদ—পিতার নাম য়াহ্‌য়া—পিতামহের নাম আবূ 'উমার।

এই হাদীসটি এবং ইহার পরবর্তী হাদীসটি একই। কাজেই উভয় হাদীস সম্পর্কে যাহা বক্তব্য তাহা পরবর্তী হাদীসটির টীকায় দেওয়া হইল।

(১১৭—৩) এই হাদীসটি এবং ইহার পূর্ববর্তী হাদীসটি একই। তবে এই হাদীসটিতে 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লোকদেরে খুতবা দেওয়ার কালে' কথাটি বেশী রহিয়াছে।

এই হাদীস সাহীহ মুসলিম : ১।৪৪০ পৃষ্ঠা, সুনান আবূদাউদ : ২।২০৯ পৃষ্ঠা, সুনান নাসা'ঈ ২ ২৯৯ পৃষ্ঠা এবং সুনান ইব্নু মাজাহ ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলিতে এই হাদীসটির মতই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর মাথায় কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় খুতবা দানের কথা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ গ্রন্থগুলির হাদীসটিতে এই কথাগুলি বেশী বলা হইয়াছে : 'মিম্‌বারের উপরে' ও 'পাগড়ীর প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامۃ سوداء •

(۱۱۸—۴) حدثنا ہارون بن اسحاق الہمدانی ثنا یحیی بن محمد المدینی

عن عبد العزیز بن محمد عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر

قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتم سدل عمامتہ بین کتفیہ •

সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাথায় কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের সামনে খুত্‌বা দিয়াছিলেন।

(১১৯ ৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান হারূণ ইব্‌নু ইস্‌হাক আল্‌-হাম্‌দানী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্‌য়া ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল্‌-মাদীনী, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল আযীয ইব্‌নু মুহাম্মাদ হইতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইব্‌নু উমার হইতে, তিনি নাফি' হইতে, তিনি ইব্‌নু 'উমার হইতে, তিনি বলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পাগড়ী বাঁধিতেন তখন তাঁহার পাগড়ী [illegible])

خطب الناس : তিনি লোকদের সামনে খুতবা দিয়াছিলেন। মাথায় কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই খুতবা দানের কাল ও স্থান সম্পর্কে সাহীহ বুখারীর জগৎবরেণ্য ভাষ্যকার ইমাম ইব্‌নু হাজার 'আসকালানী বলেন যে, এই হাদীসে যে খুতবার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা তিনি দিয়াছিলেন মক্কা বিজয় কালে কা'বা ঘরের দরজার নিকটে। তারপর, হাদীসে মিম্‌বারের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'মিম্‌বার' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে উঁচু স্থান। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ খুতবাটি কা'বা ঘরের দুয়ারের চৌকাঠের নীচের কাঠটির উপর দাঁড়াইয়া দিয়াছিলেন। চৌকাঠের ঐ নীচের কাঠটিকে হাদীসে মিম্‌বার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই হাদীসের কারণে এক দল আলিম অভিমত পোষণ করেন যে, সাদা পোশাক পরিধান করিয়া খুতবা দেওয়া উত্তম ও আফযাল হইলেও কাল পোষাক পরিয়া খুতবা দিতে কোন দোষ নাই।

(১১৮—৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযীর জামি' হাদীসগ্রন্থে—তুহ্‌ফা : ৩.৪৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

اذا اعتم سدل... : তিনি যখন পাগড়ী বাঁধিতেন তখন তিনি তাঁহার পাগড়ী তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া দিতেন। 'আমর ইব্‌নু হুরাইসের ১১৭ নং হাদীসটি ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূদাউদ, ইমাম নাসা'ঈ ও ইমাম ইব্‌নু মাজাহ যে ভাবে রিওয়ায়াত করিয়াছেন তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাগড়ীর প্রান্তটি দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর ইমাম তিরমিযী হযরত ইব্‌নু উমার, ইব্‌নু 'উমারের পুত্র সালিম ও হযরত আবূবাকর এর পৌত্র আল্‌-কাসিম সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহারাও পাগড়ীর প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া রাখিতেন। ইহা হইতে ইমাম তিরমিযী প্রমাণ করিতে চাহেন যে, **পাগড়ীর প্রান্ত পিঠের উপর দুই** কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া রাখা সুন্নাত। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই মত পোষণ করেন।

জামি' তিরমিযীর ভাষ্যকার তাঁহার তুহ্‌ফা হাদীসগ্রন্থের ৩।৪৮—৪৯ পৃষ্ঠায় পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলানো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পিঠের উপর দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইবার হাদীসটিকে সর্বাধিক

www.ahlehadeethbd.org

قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك، قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك •

দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া দিতেন। (তাবিঈ) নাফি' বলেন, ইবনু উমারও ঐরূপ করিতেন। 'উবাইদুল্লাহ বলেন, এবং আমি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদকে এবং সালিমকেও ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি।

শক্তিশালী ও আকৃতা বলিয়া উল্লেখ করেন।

তারপর, পাগড়ীর উভয় প্রান্তই ঝুলাইতে হইবে অথবা একটি মাত্র প্রান্ত ঝুলাইতে হইবে এবং একটি মাত্র প্রান্ত ঝুলাইতে হইলে উপরের প্রান্তটি ঝুলাইতে হইবে অথবা নীচের প্রান্তটি ঝুলাইতে হইবে প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

অধিকাংশ আলিমের মতে কেবলমাত্র নীচের প্রান্তটি ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে এবং পিঠের উপর দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

এক দল আলিম বলেন, সাহীহ মুসলিমে (১ | ৪৪০ পৃষ্ঠায়) 'আমর ইবনু হুরাইস রাঃ এর বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, "আরখা তরফাইহা" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার পাগড়ীর দুই প্রান্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের মতে পাগড়ীর এক প্রান্ত নয়, বরং দুই প্রান্তই ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

অপর একদল আলিম বলেন যে, সাহীহ মুসলিমে (১ ৪৩৯ পৃষ্ঠায় জাবির রাঃ এর বর্ণিত হাদীসে পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইয়া রাখার কোন উল্লেখ নাই। কাজেই পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইতে হইবে না। তাঁহাদের জওাবে জুমহুর মুহাদ্দিসূন বলেন যে, ঐ সাহীহ মুসলিমেই (১ | ৪৪০ পৃষ্ঠায়) আমর ইবনু হুরাইস রাঃ এর হাদীসে পাগড়ীর উভয় প্রান্ত ঝুলাইবার উল্লেখ রহিয়াছে। আর কোন এক জনের বর্ণিত হাদীসে উহার উল্লেখ না থাকা না ঝুলানোর দলীল হইতে পারে না। যাহা হউক সাহীহ মুসলিমে এই উভয় প্রকার হাদীস থাকার কারণে ইমাম ইবনুল্ কাইয়িম বলেন, মাক্কা বিজয় দিবসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যোদ্ধার বেশে মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিয়া মাক্কায় প্রবেশ করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই মত পোষণ করেন যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পাগড়ী পরিতে হইয়াছিল। জাবির রাঃ এর বর্ণনামতে মাক্কা প্রবেশের সময় তিনি প্রান্ত ঝুলাইয়া রাখেন নাই; আর 'আমর ইবনু হুরাইসের বর্ণনামতে কা'বাঘরের দরজার নিকটে খুতবা দানকালে তিনি পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার মতে পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইয়া রাখা এবং না ঝুলানো উভয়ই সমভাবে মুবাহ।

কোন কোন রিওায়াতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন সাহাবীর মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া উহার প্রান্তটি সম্মুখ দিকে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য তিরমিযীর ভাষ্য তুহফা ঃ ৩।৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তাই একদল আলিম পাগড়ীর নীচের প্রান্তটি সম্মুখের দিকে ঝুলাইয়া রাখিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সম্মুখে ঝুলাইতে হইলে উহা ডান পাশে ঝুলাইতে হইবে অথবা বাম পাশে ঝুলাইতে হইবে তাহা লইয়া আবার তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। সম্মুখে ডান পাশে ঝুলানো সম্পর্কে একটি হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু উহা দুর্বল বা যা'ঈফ। আর সম্মুখে বাম পাশে ঝুলানো সম্পর্কে কোন হাদীসই পাওয়া যায় না। যাহা হউক,

www.ahlehadeethbd.org

(١١٩-٥) حدثنا يوسف بن عيسى ثنا وكيع ثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

(১১৯-৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ুসুফ ইব্‌নু ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী,' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ সুলাইমান—আর তিনি হইতেছেন আবদুর রাহমান ইব্‌নুল্ গাসীল, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'ইক্‌রিমাহ হইতে, তিনি ইব্‌নু আব্বাস হইতে

তাঁহাদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক আলিমগণ উল্লিখিত যা ঈফ হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে ডান ধারের ফাযীলাতের পরিপ্রেক্ষিতে পাগড়ীর প্রান্তটি সম্মুখ দিকে ডান পাশে ঝুলাইয়া রাখার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে সুফীয়্যাহ ফিরকাহ উহা বাম পাশে ঝুলাইয়া রাখবার পক্ষপাতী। ঐ ফির্‌কাহ অন্তরের আবেদনকে তাহাদের সকল নীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা সম্মুখে বাম পাশে পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলাইবার পক্ষে এই যুক্তি পেশ করেন যে, বাম পাশে 'কাল্‌ব' বা অন্তর রহিয়াছে বলিয়া পাগড়ীর প্রান্তটি যদি কাল্‌বের দিকে ঝুলাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহা কাল্‌বকে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু হইতে মুক্ত রাখিতে সহায়তা করিবে।

(১১৯—৫) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারীর তিন স্থলে ১২৭, ৫১২ ও ৫৩৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عبد الرحمن بن الغسيل : আল্‌গাসীলের পুত্র আবদুর রহমান। 'আল্ গাসীল' শব্দের অর্থ 'বিধৌত', 'স্নাত', 'যাহাকে গুসল দেওয়া হইয়াছে'। আল্ গাসীল বলিয়া সাহাবী 'হান্‌যালাহ' রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝানো হয়। তাঁহাকে 'গাসীলুল্ মালায়িকাহ' বা ফিরিশতাগণ কর্তৃক গুসল প্রদত্ত এবং সংক্ষেপে 'আল্‌গাসীল' বলা হয়। তাঁহার এই উপাধি হওয়ার কারণ এই যে, উহুদ যুদ্ধে গমণের জন্য যখন মাদীনাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষ হইতে ঘোষণাবাণী প্রচার হইতে থাকে সেই সময় হান্‌যালাহ তাঁহার স্ত্রীর সহিত ছিলেন। জিহাদের ডাক শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গুসল না করিয়াই জুনুব অবস্থাতেই যুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি আবূ সুফ্‌য়ানকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ঘায়েল করিয়া ফেলেন। এমন সময় শাদ্দাদ ইবনুল্ আসওাদ নামক একজন লোক আবূ সুফয়ানকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় এবং হান্‌যালাহ রাঃ-কে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদেরে জানান যে, ফিরিশতাগণ হান্‌যালাকে গুসল দিতেছেন। তারপর তিনি সাহাবীদের বলেন তোমরা হান্‌যালার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া হান্‌যালার এই অবস্থার কারণ জানিয়া লইও—কেনই বা ফিরিশতাগণ তাঁহাকে গুসল দিলেন? অতঃপর সাহাবীগণ তাঁহার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, হান্‌যালাহ নাপাক অবস্থাতেই গুসল না করিয়াই যুদ্ধে গিয়াছিলেন। (ইব্‌নুল্ কাইয়্যিম: যাদুল্ মা'আদ ২ | ১৩১ পৃষ্ঠা, মিসর ১৩৫৩ হিঃ)

ইহার কিছুকাল পরে হানযালার ঔরসে তাঁহার ঐ স্ত্রীর এক পুত্র সন্তান জন্মে। ঐ পুত্রের নাম হইতেছে আবদুল্লাহ। এই হাদীসে যে আবদুর রাহমানকে 'ইবনুল-গাসীল' এর পুত্র বলা হইয়াছে তিনি প্রকৃতপক্ষে হানযালার পুত্র নন। প্রকৃতপক্ষে হান্‌যালার পুত্র হইতেছেন আবদুল্লাহ। ঐ আবদুল্লাহের পুত্র হইতেছেন সুলাইমান এবং ঐ সুলাইমানের পুত্র হইতেছেন এই আবূ সুলাইমান আবদুর রাহমান। অর্থাৎ এই আবদুর রাহমান হইতেছেন হান্‌যালাহ রাঃ-এর প্রপৌত্র।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

خطب الناس وعليه عصابة دسماء ٠

রিওায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের সামনে বক্তৃতা করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁহার মাথায় তেল-মলিন একটি কাপড় জড়ানো ছিল।

خطب الناس : তিনি লোকদের সামনে খুতবা দেন। এই হাদীসে যে খুতবাটির কথা বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে সাহীহ বুখারীর ১২৭ ও ৫১২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, উহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনের শেষ খুতবা। যে রোগে তাঁহার অফাত হয় সেই রোগ ভোগকালে তিনি এই খুতবা দিয়াছিলেন। আরও সাহীহ বুখারীর ৫১২ ও ৫৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, তিনি ঐ খুৎবা মিম্বারের উপরে বসা অবস্থায় দিয়াছিলেন—দাঁড়ানো অবস্থায় দেন নাই।

عليه عصابة ٠ তাঁহার মাথায় একটি পটি বাঁধা ছিল। সাহীহ বুখারীর তিন স্থলেই 'ইসাবাহ (عصابة) রহিয়াছে। কিন্তু কোন কোন প্রতিলিপিতে ইসাবাহ স্থলে ইমামাহ পাওয়া যায়। 'ইসাবাহ শব্দের অর্থ হইতেছে 'ব্যাণ্ডেজ বা পটি বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের লম্বা ফালিবিশেষ'। মূলতঃ ব্যাণ্ডেজের কাপড়ে ও পাগড়ীর কাপড়ে কোন তফাত নাই। উভয়ই হইতেছে কাপড়ের লম্বা ফালিবিশেষ। তবে ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। মাথা ছাড়া শরীরের অপর কোন অঙ্গকে যখন কাপড়ের লম্বা ফালি দিয়া পেঁচাইয়া বাঁধা হয় তখন ঐ অঙ্গে যখম থাকুক বা না থাকুক কাপড়ের ঐ লম্বা ফালিকে বলা হয় 'ইসাবাহ। [কিন্তু বাংলা ভাষায় যখম না থাকিলে—যেমন গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ে জড়াইবার মোটা কাপড়ের ফালিকে বলা হয় পট্টি আর যখম থাকিলে ঐ কাপড়ের ফালিকে বলা হয় পটি।] আর কাপড়ের লম্বা ফালি দিয়া মাথা পেঁচাইলে তাহাকে সাধারণতঃ 'ইসাবাহ বা পট্টি বা পটি না বলিয়া—বলা হয় 'ইমামাহ বা পাগড়ী। প্রশ্ন উঠে, তবে কোন কোন প্রতিলিপিতে 'ইমামাহ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে কেন? জওাব এই যে, ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন এবং ভীষণ মাথাব্যথার কারণে তিনি অত্যন্ত শক্ত করিয়া মাথায় কাপড় পেঁচাইয়াছিলেন। কাজেই উহা বাহ্যতঃ পাগড়ীর আকার ধারণ করিয়া থাকিলেও মূলতঃ উহা ছিল পটি। কাজেই উহাকে 'ইসাবাহ বলিয়া উল্লেখ করাও যেমন সঙ্গত হয় সেইরূপ উহাকে পাগড়ী বলিয়া উল্লেখ করাও চলে।

دسماء : তৈল-মলিন। সাহীহ বুখারীর ১২৭ পৃষ্ঠার হাদীসটিতে দাসমা (دسماء) স্থলে দাসিয়াহ (دسية) শব্দ রহিয়াছে। উভয়ের অর্থ একই। উভয়ই 'দাসাম' (دسم) শব্দ হইতে উদ্ভূত। 'দাসাম' শব্দের অর্থ হইতেছে স্নেহজাতীয় পদার্থ; যথা, চর্বি, তেল, ঘী ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাথায় খুব বেশী তেল লাগাইতেন। অসুখের সময় মাথাব্যথার কারণে সম্ভবতঃ সাধারণ অবস্থার তুলনায় আরও বেশী তেল ব্যবহারের ফলে তাঁহার মাথায় পেঁচান কাপড়টি তৈল মলিন হইয়াছিল।

পাগড়ী সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি।

পাগড়ীর রং—পাগড়ীর কাপড়ের রং সাদা হওয়াই সর্বোত্তম। কাল ও সবুজ রংয়ের কাপড়ও পাগড়ীরূপে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু লাল ও হলুদ রংয়ের কাপড় পুরুষের পক্ষে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলিয়া লাল রংয়ের এবং হলুদ রংয়ের পাগড়ী পরা মাকরূহ তাহরিমী হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

পাগড়ীর কাপড়ের উপাদান—তুলার সুতার তৈয়ারী কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করাই সর্বোত্তম।

পাগড়ীর দৈর্ঘ ও প্রস্থ—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাগড়ীর দৈর্ঘ ও প্রস্থ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না।

মিশকাতের ভাষ্য আল্-মিরকাত গ্রন্থে মুল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন যে, ইমাম আল্ জাযারী তাঁহার তাস্হীহুল্ মিসবাহ গ্রন্থে বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাগড়ীর পরিমাপ জানিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাস ও সীরাতের বহু গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াও এই সম্পর্কে কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। অবশেষে আমার নিকটে বিশ্বস্ত একজন লোক আমাকে বলেন যে তিনি ইমাম নাওাভীর এমন একটি কালামের সন্ধান পাইয়াছেন যাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুইটি পাগড়ী ছিল। একটি বড় ও অপরটি ছোট। ছোটটি ছিল সাত হাত লম্বা আর বড়টি ছিল বার হাত লম্বা (তুহফা: ৩৪৯)। আমাদের মতে এই প্রকার উক্তির এক কাণাকড়িও দাম নাই।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, 'ইমামাহ্ শারীফাহ্ এর পরিমাপ কোন হাদীসে জানা যায় না। তবে ইমাম বাইহাকী তাঁহার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে ইবনু 'উমার হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর পাগড়ী বাঁধার পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি মাথার উপর পাগড়ী পেঁচাইতেন, উহার প্রান্তটি পেছন ধারে গুঁজিয়া দিতেন এবং এক প্রান্ত (পিঠের উপর) দুই কাঁধের মাঝে ঝুলাইয়া দিতেন। ইমাম সুয়ূতী অতঃপর বলেন এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার পাগড়ী প্রায় দশ হাত বা তদপেক্ষা কিছু বেশী লম্বা ছিল। ইমাম সুয়ূতীর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া ইমাম শাওকানী বলেন তাঁহার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ হাদীসে পেঁচান, গুঁজিয়া দেওয়া এবং এক প্রান্তের কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া, মাত্র এই তিনটি ব্যাপারের উল্লেখ রহিয়াছে। আর ইহা তিন হাতের কমেও সম্ভব। [তুহফা: ৩।৪৯] আমরা বলিব, ইমাম সুয়ূতীর সিদ্ধান্তও যেমন যুক্তিযুক্ত নয় ইমাম শাওকানীর দাবীও সেইরূপ ইনসাফ হইতে বহু দূরে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাগড়ী এত বড়ও ছিল না যাহা মাথায় বহন করিতে কষ্টকর হয় এবং এত ছোটও ছিল না যাহা মাথাকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত না।

আমরা ইবনুল কাইয়িমের বর্ণিত নীতিটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই নীতি অনুসারে এই কথা বলা অন্যায় হইবে না যে পাগড়ীর কাপড় যদি মাঝারি ধরণের মোটা হয় এবং উহার পরিসর মাঝারি ধরণের অর্থাৎ প্রায় দেড় হাত হয় তাহা হইলে পাগড়ীর দৈর্ঘ ৬।৭ হাত হইলেই ইমাম ইবনুল কাইয়িমের বর্ণিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এইভাবে মোটা ও পাতলা কাপড় হইলে অথবা চওড়াই কমবেশী হইলে কমপক্ষে পাঁচ হাত ও উর্ধপক্ষে দশ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে। তিন হাতের কমে কেন—পাঁচ হাতের কমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, কাপড়ের পরিসরের তারতম্যের কারণে এবং উহার মোটা-পাতলা হওয়ার কারণে উহার দৈর্ঘে তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাগড়ীর নির্দিষ্ট করিয়া কোন দৈর্ঘের বা প্রস্থের বিবরণ কোন হাদীসে উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত বড় পাগড়ী পরিধান করা খুয়ালা (অহংকার) জনিত মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পাগড়ীর ঝুলানো অংশ—পাগড়ীর ঝুলানো অংশের দৈর্ঘ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এই:—

(ক) তাবরানী তাঁহার আল্ আওসাত হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনু 'উমার রাঃ বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফের মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দেন এবং প্রায় চারি আংগুল পরিমাণ পাগড়ীর প্রান্ত তাঁহার পশ্চাতে ঝুলাইয়া দেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(খ) মুহাদ্দিস ইবনু আবী শাইবাহ তাঁহার হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর কাল পাগড়ী মাথায় বাঁধিতেন এবং উহার প্রায় এক হাত পরিমিত প্রান্ত পশ্চাতে ঝুলাইয়া দিতেন।

(গ) অপর এক রিওয়ায়তে বলা হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর পাগড়ীর প্রান্ত প্রায় এক বিঘত ঝুলাইয়া রাখিতেন। [হাদীস তিনটি তুহফা ৩। ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।]

এই কারণে আলিমদের মত এই যে, পাগড়ীর প্রান্ত চারি আংগুল হইতে এক হাত পর্যন্ত ঝুলানো চলিবে।

ইমাম নাওয়াভী বলেন, পাগড়ীর প্রান্তটি অতিরিক্ত লম্বা করিয়া ঝুলাইলে তাহাতে যদি 'খুয়ালাহ' ও অহংকার উদ্দেশ্য হয় তবে অত লম্বা করিয়া ঝুলানো হারাম হইবে; আর ঐ উদ্দেশ্য না থাকিলে মাকরূহ হইবে। [তুহফা: ৩। ৪৯]

পাগড়ী টুপিসহ—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাধারণতঃ টুপির উপরে পাগড়ী বাঁধিতেন। কাজেই টুপির উপরে পাগড়ী পরা নিঃসন্দেহে সুন্নাত হইবে। সেকালে আরবের মুশরিকেরা শুধু টুপি পরিত। তাহারা পাগড়ী বাঁধিত না। আর আরবের য়াহুদীগণ শুধু পাগড়ী বাঁধিত। তাহারা টুপি পরিত না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসলিম জাতির স্বকীয়তা হিসাবে মুসলিমদিগকে টুপির উপরে পাগড়ী পরিবার নির্দেশ দেন। ইহা ছিল মুসলিম চিনিবার বিশেষ আলামত। সাহাবী রুকানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, "আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে টুপির উপরে পাগড়ী পরিধান।"—আবু দাউদ: ২। ২০৯ পৃষ্ঠা।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিবার পরে বলেন "এই হাদীসটি গারীব" অর্থাৎ ইহার বর্ণনাসূত্রের এক স্তরে একজন মাত্র বর্ণনাকারী পাওয়া যায়; এবং ইহার সানাদও নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা ইহার সানাদে উল্লিখিত আবুল্ হাসান 'আস্কালানীর পরিচয়ও আমরা জানি না এবং ইবনু রুকানার পরিচয়ও জানি না। সম্ভবতঃ এই কারণে ইমাম ইবনুল কাইয়িম তাঁহার যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথমে টুপি পরিয়া তাহার উপরেও পাগড়ী বাঁধিয়াছেন এবং টুপি না পরিয়া খালি মাথার উপরেও পাগড়ী বাঁধিয়াছেন; আবার কেবলমাত্র টুপিও পরিয়াছেন, উহার উপরে পাগড়ী বাঁধেন নাই।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের টুপি— রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন্ ধরণের ও কোন ছাঁটের টুপি পরিতেন সে সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ হাদীস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র ইমাম তিরমিযীর জামি' গ্রন্থে আবু কাব্শাহ আল-আন্মারীর একটি হাদীস পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের টুপি গোলাকার ছিল এবং উহা মাথার সহিত লাগিয়া থাকিত—মাথা হইতে উঁচু হইয়া থাকিত না। (তুহফা: ৩।৬৯)

এই হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী 'মুন্কার' (মুহাদ্দিসদের মধ্যে অপ্রচলিত) বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, আবু কাব্শার শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনু বুস্রকে য়াহয়া ইবনু সা'ঈদ এবং আরও কেহ কেহ যা'ঈফ বা দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

باب ماجاء فی صفة ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লুঙ্গির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(۱۲۰-۱) حدثنا احمد بن منیع ثنا اسمعیل بن ابراهیم ثنا ایوب

عن حمید بن هلال عن ابی بردة قال اخرجت الینا عائشة رضی الله

عنها کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول الله صلی الله علیه

فی هذین ٭

(১২০—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইবনু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসমা'ঈল ইবনু ইবরাহীম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আইয়ুব, তিনি রিওয়ায়াত করেন হুমাইদ ইবনু হিলাল হইতে, তিনি আবুবুরদাহ হইতে, তিনি বলেন একদা হযরত 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু অন্হা আমাদের সামনে ঠাস-বুনট একটি চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বাহির করিয়া আনেন; অনন্তর, তিনি বলেন এই দুইটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রূহ কাব্‌য করা হয়।

(১২০—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযীর জামি' হাদীসগ্রন্থেও (তুহফা : ৩/৪৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৪৩৮ ও ৮৬৫ পৃষ্ঠায়, সাহীহ মুসলিম : ২/১৯৩—৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু মাজাহ : ২৬২ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁহার পরিধানে একটি মোটা লুঙ্গি ছিল। অথচ অষ্টম অধ্যায়ে পোষাকের বিবরণে (৯৩—৯ নং ও তাহার পরবর্তী হাদীসে বলা হইয়াছে যে, য়ামান দেশে প্রস্তুত অতি উত্তম তুলার উত্তম বুনট অত্যন্ত মোলায়েম লুঙ্গি তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় ছিল। হাদীস দুইটির সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন যেমন কাপড় পাইতেন এবং যাহা পরা তাঁহার পক্ষে হালাল ছিল তখন তিনি তাহাই পরিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

(١٢١—٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ اَنَا اَبُوْدَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِيْ تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا اِنْسَانٌ خَلْفِيْ يَقُوْلُ اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَاِنَّهُ اَنْقَى فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ - قَالَ اَمَا لَكَ فِيَّ اُسْوَةٌ؟ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اِزَارُهُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ •

(১২১—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইবনু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ দা'উদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন শু'বাহ হইতে, তিনি আল্‌-আশ'আস ইবনু সুলাইম হইতে, তিনি বলেন আমি শুনিয়াছি আমার ফুফু (রুহম : رهم) হইতে, তিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাঁহার চাচা ('উবাইদ ইবনু খালিদ : عبيد بن خالد) হইতে, তিনি বলেন একদা আমি মাদীনায় হাঁটিয়া যাইতেছিলাম এমন সময় আমার পশ্চাতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন. "তোমার কাপড় উঁচু কর কেননা উহা [ধুলামাটি] অধিকতর রক্ষাকারী ও অধিকতর স্থায়ীকারী।" তখন আমি মুখ ফিরাইয়া তাকাইলাম। দেখিলাম তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লা'হু আলাইহি আসাল্লাম। আমি বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল, ইহা তো সাদা ডোরাদার কাল রংয়ের কাপড়। তিনি বলিলেন, "আমার মধ্যে কি তোমার জন্য অনুকরণীয় ব্যাপার নাই ? অর্থাৎ আমার আচরণ কি তোমার পক্ষে অনুকরণীয় নয় ?" অনন্তর, আমি লক্ষ্য করিলাম যে, তাঁহার লুঙ্গি তাঁহার উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল।

(১২১—২)...سمعت عمتي : আমি আমার ফুফুকে বলিতে শুনি. তাঁহার চাচা হাদীস বর্ণনা করেন। এই ফুফু ও এই চাচার নাম হাদীসের অনুবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে। فانه انقى وابقى অর্থাৎ কাপড় উঁচু করিয়া পরিলে রাস্তার ময়লা ইত্যাদি কাপড়ে লাগে না এবং তাহার ফলে কাপড়টি অধিক দিন টিকে।

بردة ملحاء : সাদা ডোরাদার কাল রংয়ের কাপড়। অর্থাৎ ইহা আটপৌরে সাধারণ কাপড়—সাজ-সজ্জার কাপড় নয়। কাজেই ইহার যত্ন লওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না।

www.ahlehadeethbd.org

এ, এফ, এম, আবদুল হক ফরিদী
[পূর্বপাকিস্তানের ভূতপূর্ব শিক্ষা ডিরেক্টর]

সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সরকারী দফতরগুলোতে জাতীয় ভাষা বাংলা ও উর্দু ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার জন্য ১৯৭৪ '৭৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে আমরা নিম্নলিখিত জরুরী পদক্ষেপ অনতিবিলম্বেই গ্রহণ করতে পারি :

১। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী থেকেই সরকারী চিঠিপত্রে এবং অফিস-নোটে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এতে করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং অভ্যাসও গ'ড়ে উঠবে। নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত কোন কোন ইংরেজী পরিভাষার বাংলা কিম্বা উর্দু প্রতিশব্দ কি হবে, বা কি হতে পারে—এ নিয়ে আমাদের খুব বেশী মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। তেমন উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে না পেলে এতদিন যাবৎ ইংরেজীতে যে সরকারী পরিভাষা চলে আসছে আপাততঃ অন্তর্বর্তী কালের জন্য সেই পরিভাষাটিই রাখা যেতে পারে। দুর্বোধ্য প্রতিশব্দ বের করে সমস্যা সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই। এর ফলে সরকারী কর্মচারী এবং তাদের অফিস-সহকারী বৃন্দের আত্ম-সন্দেহ এবং ভয় ভীতির নিরসন সহজ হয়ে আসবে। সরকারী ফাইল আর চিঠিপত্রে স্বচ্ছল ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য নয়, কাজচলা গোছের বোধগম্য ভাষাই যথেষ্ট।

২। ক্যাশ লাইসেন্সে কয়েক হাজার বাংলা এবং উর্দু টাইপ-রাইটার আমদানী করতে হবে এবং সেগুলো যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সহজপ্রাপ্য করতে হবে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারই হবে এ গুলোর প্রধান ব্যবহারকারী ও খরিদ্দার। সুতরাং টাইপরাইটারগুলো যাতে আমাদের দেশেই উৎপাদিত হতে পারে তার জন্য চেষ্টা নেয়া একান্ত কাম্য, যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ এর অংশগুলো আমদানী করে এখানে সেগুলোর সংযুক্তি-করণের কাজ করা যেতে পারে—তাতে ক'রে মূল্য অনেকটা নেমে আসবে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এক সুন্দর বাংলা টাইপ-রাইটার তৈয়ার করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এর জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি যতটা জানতে পেরেছি, ইম্পোর্ট লাইসেন্সের অভাবে উপকরণ আমদানী করতে না পারায় উক্ত টাইপ রাইটার বাজারে ছাড়া সম্ভব হয়ে উঠে নাই। যেহেতু এই ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানীর জাতীয় এবং শিক্ষাগত গুরুত্ব অত্যধিক, সুতরাং আমদানী কর অথবা বিক্রয় কর মওকুফ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হবে বিপুল সংখ্যায় এগুলো আমদানীর সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেয়া।

৩। সরকারী অফিসে বাংলা এবং উর্দু টাইপ রাইটার সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে অফিস-সহকারীদের ওগুলো যুক্তি সঙ্গত দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহারের যোগ্যতালাভের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণের ব্যব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তীয় খরচ সরকারকেই বহন করতে হবে, এমন কি এইব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কার্য্য-গতি লাভের পর অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৪। বাংলা এবং উর্দুর স্টেনোগ্রাফারদের প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধামত স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। কিছু দিন পর্যন্ত ইংরেজী স্টেনোগ্রাফারদের বেতনের অনুমোদিত স্কেলের উপর সুযোগ্য বাংলা এবং উর্দু স্টেনোদের জন্য একটা বিশেষ ভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে। এই পদে নূতন ভর্তি করা হবে যাদেরকে, তাদেরও বর্ধিত স্কেলে বেতন দেয়া যেতে পারে যদি তারা বাংলা কিম্বা উর্দুতে বাঞ্ছিত দ্রুতগতির পরিচয় দিতে পারেন।

কিছুদিন পূর্বে বাংলা একাডেমী বাংলা টাইপিষ্ট এবং বাংলা ষ্টেনোগ্রাফারদের প্রশিক্ষণের একটা কোর্স চালু রেখেছিলেন। এটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল কি জন্য তা আমার জানা নেই। এই কোর্স আবার চালু করলে অফিস আদালতে বাংলা চালুকরণ কার্যের সহায়তা করা হবে বলে আমার বিশ্বাস। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কারিগরী বিদ্যা ডাইরেক্টরেট শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান স্বরূপ উর্দু এবং বাংলা টাইপিষ্ট ও স্টেনোগ্রাফারদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলে খুবই ভাল হয়। বাংলা এবং উর্দু টাইপ রাইটার, টাইপিষ্ট এবং ষ্টেনোগ্রাফার সহজ সভ্য হ'লে লেখক, সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উচ্চস্তরের ছাত্রগণ কর্তৃক জাতীয় ভাষার ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলবে।

উপরোল্লিখিত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গুলো অবিলম্বে গৃহীত না হ'লে নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় ভাষার ব্যবহার শুরু করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল নির্দিষ্ট তারীখ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাবে।

সরকার যদি এই ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তবে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী মহল তাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে সরকারের অনুসরণ না ক'রে পারবে না।

এই বিষয়ে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, যে মুহূর্তে আমরা সরকারী অফিসগুলোতে বাংলা এবং উর্দুর ব্যবহার শুরু করব সেই মুহূর্তে চাকুরীর নিয়োগ ব্যাপারে শুধু ইংরেজী শিক্ষিতদের এক তরফা দাবী চুরমার হয়ে যাবে এবং আরবী শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ বাংলা-জানা প্রার্থীরাও কেরানী পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি ভেঙে চুরে একটা সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সমস্যাটি নিঃসন্দেহে খুব কঠিন এবং জটিল ব্যাপার। একের পর এক—সরকার-নিয়োজিত শিক্ষা কমিটী ও কমিশন মাদ্রাসা সমূহের আধুনিকীকরণ এবং স্কুলগুলোর ইসলামীকরণের সুপারিশ জানিয়েছেন। কিন্তু উভয় পক্ষের বিরোধিতার মুখে সুপারিশের বাস্তবায়ন-সম্ভাবনা বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। আমাদের স্কুলগুলোতে এখন অষ্টম অথবা দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। নূতন প্রস্তাবাবলীতে এটাকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্য পাঠ্য এবং তদূর্ধে ঐচ্ছিক করার কথা বলা হয়েছে। এতটুকুন ইসলামিয়াত শিক্ষাও আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদের এক দল গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারছেন না। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও রয়েছেন যাদের বেশীর ভাগই আমাদের তদানীন্তন বিদেশী শাসকদের প্রবর্তিত নাস্তিক্যবাদী শিক্ষার ফলশ্রুতি। নিশ্চিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবেই তারা এ ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন না। মুসলিম জনগণ ইসলামী এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়কেই পসন্দ করবেন। অপর পক্ষে আলেম সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করে এসেছেন। তাদের সেই বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কতিপয় ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে—যার কারণে উক্ত শিক্ষায় ইসলামী বিষয়ের গুরুত্ব কিছুটা লঘু হয়ে পড়েছে। ফলতঃ মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়ে বের হয়ে আসছেন তারা না পাকা হচ্ছেন ইসলামী বিষয়াবলীতে, না সাধারণ বিষয় গুলোতে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের ছাত্র সমাজের মধ্যে এক অদ্ভুত বাতিক ঢুকেছে—তারা সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী হাসেল করতে চান, কিন্তু এ জন্য যে জ্ঞানার্জনের শ্রম স্বীকার করতে হয় এবং সাধনার আশ্রয় নিতে হয়, তারা সে পথে যেতে নারাজ। এই অবাঞ্ছিত প্রবণতা যখন আমরা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যেও দেখতে পাই তখন দুঃখ রাখার আর স্থান থাকে না। কেননা অন্ততঃ তাদের সম্বন্ধে সবাই এ আশাই পোষণ করে থাকেন যে, তারা দুনিয়ার সামনে সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। পরীক্ষার হলে ব্যাপক হারে অসদুপায় অবলম্বন একটা সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, আরও লজ্জার বিষয় যে, এ ব্যাপারে অভিভাবক, সাধারণ নাগরিক—এমন কি পরীক্ষা হলের গার্ড (ইনভিজিলেটর) এবং শিক্ষকগণও সময় সময় এই অপকর্মে সহায়তা করে থাকেন। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা গুলোকে ধরে নিয়েছে একেকটা যুদ্ধ ক্ষেত্র রূপে যেখানে পাশ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং যে কোন পন্থা অবলম্বন সিদ্ধ। বিবেকবান কোন ইনভিজিলেটর যখন বিবেকের তাড়নায় নকল ধরার কর্তব্য সম্পন্ন করতে যান তখন তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁকে অপমান করা হয়, ভীতি প্রদর্শন করা হয়, আহত করা হয় এবং—এমনকি হত্যা করে ফেলা হয়। ক্রমবর্ধিত এই দুষ্কর্ম যে কোন পন্থায় আমাদের বন্ধ করতেই হবে। একথা আমাদের বিস্মৃত হ'লে চলবেনা যে, একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বব্যাপারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রীগুলো যদি সত্যকার জ্ঞান এবং যোগ্যতার দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে যে কাগজের উপর ওগুলো লিখা হয় সেই কাগজের মূল্যও সেই সার্টিফিকেট ও ডিগ্রীধারীর প্রাপ্য নয়।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে জাতীয় ভাষার ব্যবহার চালু হ'লে ছাত্রদের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম সহজসাধ্য হয়ে উঠবে এবং নকলকরার প্রবণতাও কমে আসবে বলে মনে হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব পাকিস্তান সরকার 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করেছিলেন আর তার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত করেছিলেন একজন অতি বিখ্যাত উচ্চস্তরের শিক্ষাবিদকে। কমিশন স্থানময়ে তদন্ত করেছেন, সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছেন এবং রিপোর্টও সরকার-সমীপে দাখিল করেছেন। কিন্তু সে রিপোর্ট এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। তবে জানা গেছে যে, কমিশন মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকার আধুনিকীকরণের সুপারিশ জানিয়েছেন। তারা কোর্সের ভিতর দরকারী সাধারণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছেন—ইসলামী বিষয়-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুলোর কোনরূপ কাট-ছাট না ক'রে। এই অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি মানানসইকরণের জন্য মাদ্‌রাসা কোর্সকে আরও দু বৎসর প্রলম্বিত করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। মাদ্‌রাসায় পাঠরত ছাত্ররা যাতে ক'রে বিভিন্ন স্তরে সাধারণ শিক্ষার সেকেণ্ডারী, হায়ার সেকেণ্ডারী, ব্যাচেলার ডিগ্রী, মাষ্টার ডিগ্রী প্রভৃতির সম পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তেমন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থাও তাতে রাখা হয়েছে। উক্ত সুপারিশগুলোকে কার্যে পরিণত করতে হ'লে একটা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য স্থাপন করতে হবে। আর এটাই আলেম সমাজ এবং ছাত্র সম্প্রদায় দাবী করে আসছেন। আমি আশা করি, পূর্ব পাকিস্তান সরকার আর কিছু মাত্র বিলম্ব না ক'রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধনের বহু বিতর্কিত সমস্যার সমাধানের পথে এ হবে এক সঠিক পদক্ষেপ

আলেমদের প্রস্তাব

পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড আলেমদের একটি মোটা-মুটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। বোর্ডকে যে সব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মাদ্‌রাসা সমূহের অনুমোদন দান, সিলেবাস নির্দিষ্টকরণ এবং দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা গ্রহণ। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর প্রায় সব প্রস্তাবনার জন্য সরকারী অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। আর সে অনুমোদন আসে দীর্ঘ সূত্রিতার পুরাতন পথে অতি মন্থর গতিতে। আমি জানি, কোন কোন ব্যাপারে বছরের পর বছর পার হয়ে যায় তবু হুকুম আসেনা, অনুমোদন মেলে না। এ বোর্ডকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় অবিলম্বে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে হবে যেন বোর্ড নির্বিবাদে কারিকুলাম এবং সিলেবাসে পরিবর্তন আনতে পারে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড মাদ্‌রাসা শিক্ষা কোর্সকে —তার ইসলামী ও আরবী বিষয়বস্তু কিছুমাত্র হ্রাস না ক'রে সাধারণ শিক্ষার সমপর্যায়ে আনার জন্য কতিপয় সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেছে। তারা এ প্রস্তাব কার্যকরী করতে চান কোর্সকে দু বৎসর বাড়িয়ে দিয়ে—ঠিক যেমন ইসলামী আরবী শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছেন। শিক্ষার সমন্বয় সাধনের এটা হচ্ছে একটা বাস্তব প্রস্তাব, এতে আলেম সমাজেরও সম্মতি রয়েছে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না ক'রে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা উচিত। সমস্যার অন্যদিক হ'ল আধুনিক শিক্ষার ইসলামীকরণ। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। *

* ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৯ সাল ইসলামী একাডেমী হলে একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে পঠিত। মুহাম্মদ আবদুর রহমান কর্তৃক ইংরেজী থেকে অনূদিত।

www.ahlehadeethbd.org

।। ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দীকী ডি লিট, অনুসন্ধান বিশারদ ।।

তিতু মীরের জীবনাদর্শ ও তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়

(সঙ্কলন)

ইংরাজী ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যে বেহেশ্‌তী শিশু, বাঙলার তদানীন্তন আত্মভোলা, ধর্মভোলা, কর্মভোলা মুসলমানদিগের জন্য বেহেশতের সওগাত-সুসংবাদ এবং তৎসহ নিজের জন্য, তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ আহলে বায়েতের শাহাদত গৌরবের মিরাছ লইয়া মর্ত্তে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন বাঙলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব, আলা হজরত সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতু মীর শহীদ।

ভক্ত মুসলমানেরা তিতুকে 'আলা হজরত' বলিয়া সম্বোধন করিত।

পরবর্ত্তী কালে, ইংরাজী ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে, ইনি বিশ্বাসঘাতক মুসলমান ও বিশ্বাসঘাতক অ-মুসলমানদিগের ষড়যন্ত্রে শান্তি-শৃংখলার বিরোধী, অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী এবং রাজদ্রোহিতার মিথ্যা কলঙ্ক কালিমা অঙ্গে মাখিয়া মাত্র ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, শাহাদাত প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অদৃষ্টলিপিকে পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মাত্র দুই বৎসরকাল ইনি মুসলমান জাতির জন্য তবলিগ কার্য করিয়া ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি কয়েকজনের ষড়যন্ত্রে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। আলা হজরত সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতু মীর শহীদের জীবন সাধনার উদ্দেশ্য ও তাঁহার শোচনীয় ব্যর্থতার মর্মন্তুদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

বিদেশ-ভ্রমণের পর তিতু মীর স্বীয় জন্মভূমি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে ফিরিয়া আসিলে তথাকার, জনসাধারণ তিতুকে বলিয়াছিলেন, "আপনি জবরদস্ত অল্লা-ওয়ালে হইয়াছেন, এজন্য আমরা গৌরবান্বিত। আপনি বাঙলা, বেহার, উড়িষ্যা মক্কা, মদীনা, জেদ্দা প্রভৃতি ইসলামের কেন্দ্রস্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ও যোগ্য মোরশেদের নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়া দীন ও দুনিয়া সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা অভিনব। আপনি তাহা একদিন আমাদিগকে শুনাইলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইসলাম ও মুসলমান জাতির দ্বীন ও দুনিয়ার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন। আমরা আপনার পবিত্র মুখের ওয়াজ শুনিবার বাসনা রাখি। আপনার হুকুম প্রাপ্ত হইলে, আমরা ওয়াজের মহফেল আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি।"

আলহজ সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতু মীর সাহেব উত্তরে তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "সময়, তারিখ ও বার ঠিক করুন ও চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরণ করুন, আমি আমার দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, ইসলামের আদেশ ও রাষ্ট্র-স্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মজলিসে বয়ান করিব।" তিতু মীরের এই উত্তর শ্রবণে সকলে পরামর্শ করিয়া ওয়াজ মহফেলের জন্য তারিখ ও সময় স্থির করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মুসলমান অধিবাসীদিগকে ওয়াজের মহফেলে যোগদান করতঃ ওয়াজ শ্রবণ করিবার জন্য শোহরত করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বহু গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া, ওয়াজ মহফেলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগদান করিল এবং নির্দিষ্ট সময় তিতু মীর বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে ভাষা তৎকালীন যুযোগপযোগী আরবী, ফার্সী শব্দবহুল বাঙলা ভাষা। চাঁদপুর গ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট অধিবাসী মরহুম শেখ্যাখ মোহাম্মদ কেরাছাতুল্লাহ তিতুর ওয়াজগুলি একখানি খাতায় ফার্সী অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমি উক্ত কেরাছতুল্লাহ মরহুমের পুত্র মরহুম শেখ্যাখ মোহাম্মদ আনওয়ার উল্লার নিকট হইতে সেই খাতা সংগ্রহ করিয়া নিম্নে তিতুমীরের প্রথম ওয়াজ, অধুনা কালের যুগোপযোগী ভাষায় পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

তিতু মীরের প্রথম ওয়াজ

"সাহেবানে মজলিস! আমি আপনাদের সকলের নিকটই পরিচিত, আপনারা প্রত্যেকেই আমাকে বিশেষ ভাবে জানেন এবং আমিও আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে জানি। আপনাদের দোওয়ার বরকতে, আল্লাহ তায়া'লার রহমতে ও জনাব নবী সাহেবের তোফায়েলে, আমি গত কয়েক বৎসর, আমার প্রিয় 'ওতন' চাঁদপুর এবং আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে—বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

"আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে, আমি বাল্যকাল হইতেই আমার হৃদয়ে এক অতি ভীষণ জ্বালা অনুভব করিতাম। আজ যদি আপনারা আমার হৃদয়ের সেই জ্বালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত হইবার জন্য আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের সে প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারিব না। কেননা তাহা উত্তর দিয়া বুঝাইবার বিষয় বস্তু নহে, অনুভব করিবার বিষয়বস্তু। তবে সংক্ষেপে মাত্র এইটুকু বলিতে পারি, আমি যে বাংলার সন্তান, পাছে আমি সেই বাংলার সম্মান রক্ষা করিতে না পারি, পাছে আমি শয়তান মরদের কুহকে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হই, সর্বদা সে আশঙ্কা ও চিন্তাই আমার মনে পীড়া দিত। আমি সেই চিন্তা ও আশঙ্কা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়া'লার দরবারে ক্রন্দন করিতাম এবং যাহাতে আমার উপর আল্লার আশীষ ধারা বর্ষিত হয়, সেই উদ্দেশ্য লইয়া আমি জেন্দা ও মোরদা (?) ওলি-আল্লাহ-দিগের ওসিলার আকাঙ্খায় সর্বদা ব্যস্ত থাকিতাম। আমি আল্লাহ তায়া'লার দরবারে সর্বদা এই উদ্দেশ্যে এইরূপ মোনাজাত করিতাম যে,—হে এলাহী, তুমি রাহমনুর রহিম, তুমি আমার উদ্দেশ্যকে সাফল্য মণ্ডিত কর।

"আমার হৃদয়ের দ্বিতীয় জ্বালা, আমার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জ্বালা। এই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার একমাত্র সহজ পথ: জনাব নবীয়ে দোজাহানের আদর্শকে আঁক-ড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা, আমার মিটে নাই, পূর্ণ হয় নাই। কখনও মিটিবে কিনা, কখনও পূর্ণ হইবে কিনা, সে কথাও বলিতে পারেন তিনি, যিনি সমস্ত জগতের স্রষ্টা-রব। কারণ, হজরত মোস্তাফার (দঃ) আদর্শ হইতেছে, মানবকে মনে ও মুখে আল্লাহ তায়ালার তওহিদের পা-বন্দ হইতে হইবে। যতক্ষণ মানব তাহাতে অক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ মানব পরিপূর্ণ ভাবে দীন ইসলামের পা-বন্দ হইতে পারিবে না।

"পরিপূর্ণরূপে দীন ইসলামের পাবন্দ এবং আল্লাহ তায়া'লার রহমতের অধিকারী হইতে হইলে, সু-দৃঢ় ভিত্তির উপর মানবের ঈমান কায়েম করিতে হইবে। এমন কোন কার্য্য করা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানবের উচিত হইবে না, যাহাদ্বারা মানব তওহিদ্ পরস্তির পরিবর্তে মোশরেক হইয়া পড়ে। যদি মোশরেকীর এতটুক্ ভাব মানব চরিত্রে প্রবেশ করে তাহা হইলে মানব আর আশরাফ উল মখলুকাত থাকিতে পারে না। কারণ মানব আশরাফ-উল-মখলুকাত পদবাচ্য হইয়াছে এইজন্য যে, আল্লাহ তায়া'লার দরবার হইতে সে বিবেক জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গুণগুলি প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হইয়াছে, সে কখনই তাহার আচারে ব্যবহারে, চালচলনে এবং কথায় কার্য্যে তওহিদ্ বিরোধী হইতে পারে না।

"বেরাদরানে ইসলাম! অধুনা বাঙলার মুসলমান সমাজে বহুবিধ অনৈসলামিক ভাব প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভাবগুলি আল্লাহর একমাত্র পছন্দিদাহ ধর্ম ইসলাম এবং জনাব নবী মোস্তাফার (দঃ) প্রচারিত বাণী ও অসূলের খেলাফ, সংক্ষেপ বলিতে গেলে একথা বলা যাইতে পারে যে, মুসলিম সমাজে অধুনা যেসকল অনৈসলামিক ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোফরীর কাছা কাছি। পদে পদে তাহাদের মোর্তেদ হইয়া যাওয়ার আশংকাই সুদৃঢ়ভাবে দেখা দেয়।

"আপনারা মনে করিবেন না যে, আমার দেশত্যাগের পর বাঙলার মুসলিম সমাজে এই প্রকার অনৈসলামিক ভাব দেখা দিয়াছে, যদি আপনারা সেরূপ মনে করেন, তাহা ভুল হইবে। আমার জন্মের পূর্ব হইতেই বিশেষভাবে মুসলমানদিগের মধ্যে উহা দেখা দিয়াছে। যখন নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙলার স্বাধীন নওয়াব, তখন হইতেই বিশেষভাবে মুসলমানদিগের মধ্যে অনৈসলামিক ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুসলিম সমাজে সেই সময় হইতে শয়তানী চক্রে অনৈসলামিক ভাব শিকড় গাড়িয়াছে, কারণ মারহাট্টা দেশের বর্গী দস্যুদের অত্যাচার অনাচারে, উক্ত নওয়াব সাহেবের শাসনক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তখন হইতেই এ অবস্থা দেখা দিয়াছে, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁর হাতে শাসন ক্ষমতা থাকার ফলে, মুসলমানদিগের পুরাপুরি সর্বনাশ হইতে পারে নাই।

"এমতাবস্থায় একথা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ এবং তাঁহার প্রিয়তম রসুলের (দঃ) ইচ্ছানুসারে প্রতিপালন করিতে হইলে স্বাধীন ও সুদৃঢ় রাষ্ট্র-শক্তির প্রয়োজন। অন্যথায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানবদিগের আধ্যাত্মিক ধ্বংস অনিবার্য্য।

"নওয়াব সিরাজ-উদ দৌলা এবং পরে মীর কাসিম আলী খান বিশেষ ভাবে এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশ ও জাতিদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা এই সত্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার নাতামহের সময়ের দুর্বলতা ঘুচাইবার জন্য, রাষ্ট্রশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। আর সেই কারণেই সিরাজ কয়েকজন লোকের অপ্রিয় হইয়া, রাজ্যচ্যুত হইয়া, শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। কাসিম আলী যখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সিরাজের আরব্ধ অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন পূর্বকথিত দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্রের ফলে স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত হন।

"নওয়াব সিরাজ ও নওয়াব কাসিম আলীর পতনের ফলে পবিত্র বঙ্গভূমি—দারউল আমান ও দারউল ইসলাম অপবিত্র হইয়া কোফরস্তানে পরিণত হইয়া দারউল হরব এই নাপাক নাম গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

করে। জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুইজন বীর মোজাহেদ শাহাদাত কবুল করতঃ জাতির গৌরব রক্ষা করিয়া নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও ধন্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য যদি অস্তমিত না হইত, তাহা হইলে আজ আমরা মুসলিম বাঙলার অধিকাংশ মুসলমানকেই মুমিন মুসলিমরূপে দেখিতে পাইতাম, আজ তাহারা অধিকাংশই কেবল নামকে-ওয়াস্তে মুসলমানে পরিণত হইয়া স্বার্থের প্ররোচণায় জাতির অবল্যাণ চিন্তায় অগ্রসর হইত না। আজ বাঙলার অধিবাসীদিগের মস্তকোপরি বিশেষতঃ মুসলমানদিগগের মস্তকোপরি খোদা ও খোদার প্রিয় রসূলের আশিষ ধারার পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত নামিয়া আসিত না।"

"বেরাদরানে ইসলাম! যে কয়েক বৎসর আমি আমার প্রিয়জন্ম পল্লী চাঁদপুর এবং প্রিয় দেশবাসীকে ছাড়িয়া বিদেশে প্রবাস জীবন যাপন করিয়াছিলাম, আমি সে কয় বৎসর কোথায় কি ভাবে ছিলাম এবং কেন ছিলাম, তাহা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আগ্রহ জাগিতে পারে। তাই আমি আপনাদিগকে সেই কথা শুনাইতেছি। আপনারা তাওয়ারিখ (ইতিহাস) পাঠ করিয়াছেন। বঙ্গ-বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নওয়াব আলবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে, বর্গি-দস্যুরা এ দেশে গো-ব্রাহ্মণের রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে, বিশেষ ভাবে মুসলমানদিগের উপর যে অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছিল এবং তাহার পর, মীরজাফরী দল স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল যে ভাবে পরিধান করিয়াছে, তাহা সমস্তই অবগত আছেন। বাল্যকালে যখন আমি তাওয়ারিখ পাঠ করিয়া ঐ ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিলাম, তখন আমার হৃদয়ে যে তুফান বহিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার জানা নাই।

"তখন হইতেই আমার হৃদয়ে যে বাসনা জাগিয়াছিল, প্রাণের ভিতর যে বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই বাসনা বেদনাই আমাকে দেশছাড়া করিয়াছিল। আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে, আমি মনে করিয়াছিলাম, দেশের ও জাতির এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, সাহায্য ও সহায়তা করিবার একমাত্র অধিকারী দরবেশ সম্প্রদায়—ওলি আল্লাহ্‌গণ, তাই আমি বঙ্গ বিহারের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত, জগৎ ও কবরবাসী (?) ওলি আল্লাহদিগের জেয়ারত ও কদমবুসির(?) জন্য ভ্রমণ করিয়াছিলাম ও যোগ্য মোরশেদের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

"আপনারা হয়তো বলিবেন, দুনিয়ার সঙ্গে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে মোরশেদদের কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আপনাদিগকে জানাইতে চাই যে মুসলমানেরা যত দিন এই সত্য বুঝিতে পারিয়াছিল, ততদিন মুসলমানেরা দ্বীন ও দুনিয়ার শাহী উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যেদিন হইতে মুসলমানেরা এই সত্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছে, সেই দিন হইতে মুসলিম জাতির পতন আরম্ভ হইয়াছে, কারণ ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যাহার সহিত দুনিয়ার অপর কোন ধর্মের তুলনা হইতে পারে না। এই ধর্মের ভিতর দিয়া আল্লাহ এবং তাঁহার প্রিয় রসুল মানবের যাহা কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই শিক্ষা দিয়াছেন। আজ যদি মুসলমান জাতি মুমিন মুসলমান থাকিত, তাহা হইলে, দ্বীন দুনিয়ার শাহী তাহাদের হস্তচ্যুত হইত না। সুতরং আমি এমন একজন মোরশেদের সন্ধানে ছিলাম, যিনি আমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত রাস্তা বাতলাইতে

www.ahlehadeethbd.org

সক্ষম। একথা অতিশয় সত্য যে, কেবল তসবীহ্ দানা গণনা করিলেই কেহ যোগ্য মোরশেদ হইতে পারে না। যিনি যোগ্য মোরশেদ, তিনি একদিকে যেমন নফস্ ও শয়তানের শক্তির সহিত জেহাদ করিবেন, অপরদিকে তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য জিহাদ করিতে সক্ষম হইবেন। যিনি নিজের জন্মস্থান ও দেশকে পাক করিতে পারিবেন না, তিনি নফস্ ও আজাজিলের সহিত যুদ্ধ করিবেন কি প্রকারে? যোগ্য নেতা—যোগ্য মোরশেদের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে পারিলে, তবেই মুসলিম বাঙলা পুনরায় সকল দিকে আজাদী হাসিল করিতে সক্ষম হইবে।

"আল্লার রহমতে আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমি যোগ্য মোরশেদ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার হস্তে বায়াত গ্রহণ করতঃ ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। আমার মোরশেদ হাদীয়ে জামানা, দ্বীন দুনিয়ার এলেমে আমলকারী, হেন্দস্তানের বেরেলী শহরের অধিবাসী, জনাব হযরত সৈয়দ শাহ আহমদ সাহেব (রঃ)। তাঁহারই পাক কদমের (?) বরকতে এবং তাঁহারই শিক্ষানুসারে আমি আমার গন্তব্য পথ চিনিতে পারিয়াছি ও কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইয়াছি। আমার মোরশেদের নির্দ্দেশানুসারে, আমাদিগকে পর পর চারিটি জেহাদ যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সেই চারিটি জেহাদ যুদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত করিতে পারিলেই আমরা আল্লার করুণার অধিকারী হইতে পারিব।

"আমি বুঝিতে পারিয়াছি, বর্তমান সময় মুসলমানেরা নবীয়ে আখেরুজ্জমানের (দঃ) আদর্শ শিক্ষাকে ভুলিয়া, শয়তানের পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে, তাহারা দ্বীন ও দুনিয়ার শাহী তখ্ত্ হারা হইয়াছে, এমতাবস্থায় আমি আমার মোরশেদের শিক্ষ অনুসারে স্থির করিয়াছি, প্রথমে নামকেওয়াস্তে মুসলমানদিগকে কাম কওয়াস্তে মুমিন মুসলমানে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে নবীয়ে দোজাহানের শিক্ষা অনুসারে, আল্লার রাস্তায় আনয়ন করিতে হইবে

"মুসলমানেরা যখন পুরাপুরি ভাবে আল্লার রাস্তায় চলিতে অভ্যস্ত হইবে, শরীয়ত ও তরিকত মোকামদ্বয় জয় করিবে, তখন তাহারা হইবে আল্লার সুশিক্ষিত সৈনিক। একমাত্র অশিক্ষিত সৈনিক লইয়া রাষ্ট্র স্বাধীনতার জন্য জেহাদ-যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সফলকাম হইবার আশা পূর্ণ হইবে না। প্রথমে বা-কায়দা সুশিক্ষিত সৈনিক গড়িয়া তুলিয়া আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। আর এই কার্য্য হইবে আমার প্রথম জেহাদ-যুদ্ধ। আমি আশা করি, এই প্রথম জেহাদে আপনারা আমার সহিত সহযোগিতা করিবেন।

"আমার প্রথম জেহাদ-যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সেই ঈমানদার সৈন্যবাহিনী লইয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় জেহাদ-যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। এই জেহাদ-যুদ্ধ হইবে দারউল হরবের বিরুদ্ধে দারউল ইসলামের জেহাদ-যুদ্ধ, কোফরের বিরুদ্ধে তওহিদের জেহাদ-যুদ্ধ, নাপাকীর বিরুদ্ধে পাকীজার জেহাদ-যুদ্ধ। যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই দ্বিতীয় জেহাদ-যুদ্ধে জয়যুক্ত করেন, তখন আমরা তৃতীয় জেহাদ-যুদ্ধ আরম্ভ করিব।

"পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জেহাদই হইবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও পাক দেশে, স্বাধীন ইসলাম কায়েম করার জন্য শ্রেষ্ঠতম জেহাদ, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে না পারিলে, স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণ রূপে ইসলাম ধর্ম প্রতিপালন করা আমাদের পক্ষে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্ভব নহে। আমি বিশ্বাস করি, ইসলাম ধর্ম্ম, আল্লার এবং তাঁহার আখেরী নবীর মনোনীত ও মনঃপুত ধর্ম। আমি ইহাও বিশ্বাসকরি, ঈমানের জোরেই এই ধর্ম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব। আর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে না পারিলে, কিছুতেই পরিপূর্ণ ঈমানদার হইতে পারাও সম্ভব নহে এবং তৃতীয় জেহাদ যুদ্ধ করিতে পারাও সম্ভব নহে।

"রাষ্ট্রের অধিকার ও শাসনের ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ আজাদী মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়া নবী সাহেবের (দঃ) সময় সময় হইতে তাবে-তাবেইনদিগের সময় পর্য্যন্ত মুসলমানরা সকল বিষয়ে এত উন্নতি সাধন করিয়াছিল ও উন্নত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে জাতি আজাদ রাষ্ট্রের অধিকারী নহে ইসলামের নীতি অনুসারে, সে জাতি পরিপূর্ণ ভাবে মুসলমান হইতে পারে না।

"স্বাধীন ইসলামের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্বাধীন রাষ্ট্রের। স্বাধীন রাষ্ট্র আয়ত্বাধীনে আনার পর আমাদের ও আমাদের সৈনিকদিগের দৈহিক জীবনে আজাদী আসিবে। তখন আমরা মারফত ও হাকিকাত মোকামে আজাজিল শয়তান ও নফস আম্মারার সহিত জেহাদ ঘোষণা করিব।

"কেন আমি এত কথা বলিলাম? আপনাদিগকে একথা শুনাইবার তাৎপর্য্য এই যে, ইসলাম আমাদের ধর্ম। এই ধর্মের যাহা কিছু করণীয় ও পালনীয়, সে সকলের সহিত অপর কোন ধর্মের করণীয় ও পালনীয় বিষয়ের আদৌ মিল নাই। ইসলামের কৃষ্টি, সভ্যতা, ঈমান, আমান প্রভৃতির সহিত অপর কোন ধর্মের কৃষ্টি, সভ্যতা, ঈমান আমান প্রভৃতি এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে, সুতরাং আমরা যখন সকল জাতি হইতে পৃথক, তখন আমাদের পৃথক সত্বা আমাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

"আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই হেন্দ-বাংলার অধিবাসীদিগের মধ্যে আহলে হুনুদরাই সংখ্যায় অধিক, আমরা (মুসলমানেরা) সংখ্যায় অল্প। সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে হুনুদরা ইতিপূর্বে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর, ইসলাম ধর্মের উপর, মুসলমানদিগের কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর বহু প্রকারে অত্যাচার করিয়াছে এবং এখনও তাহারা সেইরূপ অত্যাচার করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে। সুতরাং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও আহলে হুনুদ একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্রমূলে অবৈধ উপায়ে আমাদিগকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। এ শৃঙ্খল আমাদিগকে ছিন্ন করিয়া আজাদী হাসিল করিতেই হইবে। আজাদীর জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্মগত অধিকার"

জীবনের শেষ অধ্যায়

এক্ষণে মহা সাধক আলা হযরত সৈয়দ নেসার আলী (রাঃ) ওরফে তিতু মীরের আজন্ম সাধনা কিরূপে আহলে হুনুদ ও শ্বেত কোম্পানীর মিলিত ষড়যন্ত্রে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, তাহারই ঘৃণ্য ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পাঠক পাঠিকাদিগের গোচরে আনয়ন করিব।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরের নিশাবসান হইল এবং ১৪ই নভেম্বরের প্রভাত দেখা দিলে, ক্রমে সূর্য্যগ্রহেরও উদয় হইল। চিরাচরিত নিয়মানুসারে, গ্রহের উদয়াস্তের সংগে সংগে স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণদেব ও তাঁহার দলভুক্ত হিন্দুদিগের সৌভাগ্য এবং মুসলমানদিগের সর্বনাশ আরম্ভ হইল। কোম্পানীর (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) কর্মচারী বুঝিতে পারিলনা এবং বুঝিবার সুযোগও পাইল না যে, তাহারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সর্বনাশ করিয়া হিন্দুর মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে: মিল্লাত ১৩৫৩ ঈদ সংখ্যা হইতে সংকলিত]

www.ahlehadeethbd.org

কুরআন মজীদের ভাষ্য

(৫৬১ এর পাতার পর)

শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিত এবং লাল লাল চোখ বাহির করিয়া তাঁহার দিকে এমন ভাবে তাকাইত যে, তাহারা তাহাদের দৃষ্টিবান যোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সন্ত্রস্ত ও ভীতিবিহ্বল করিয়া ইসলাম প্রচারের সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিবার উপক্রম করিত। ইহাই হইতেছে নযর বদের প্রভাব অস্বীকারকারীদের মতে 'পদস্খলণ ঘটাইয়া' ধরাশায়ী করার উপক্রম করার' তাৎপর্য।

অপর পক্ষে যাঁহারা নযর-বদের প্রভাব স্বীকার করেন তাঁহারা বলেন যে ইহার তাৎপর্য হইতেছে **'বাস্তব নযর-বদ যোগে কাফির মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামের পদস্খলণ কর ইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিবার জন্য যথ সাধ্য ও প্রাণপন চেষ্টা করিত, কিন্তু সফল হইত না।**

নযর-বদের প্রভাব বাস্তব সত্য—নযর-বদের প্রভাব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের দালীল প্রথমতঃ এই আয়াতটি। দ্বিতীয়তঃ নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলি।

(ক) আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নযর-বদের ক্রিয়া বাস্তব সত্য"।—সাহীহ বুখারী : ৮৫৪, সাহীহ মুসলিম : ২।২২০।

(খ) ইবনু আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নযর-বদের ক্রিয়া বাস্তব সত্য। আর (তাকদীর কিছুকেই পাল্টায় না। কিন্তু) তাকদীরকে যদি কোন কিছু পাল্টাইত তাহা হইলে নযর বদই উহা পাল্টাইতে পারিত।"—সাহীহ মুসলিম : ২/২২০। ইহার তাৎপর্য এই যে, নযর-বদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল এবং ইহার প্রভাব তাকদীরের আওতাভুক্ত।

(গ) 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নযর-বদের প্রভাব হইতে মুক্তির জন্য আমাকে ঝাড় ফুঁক করিবার আদেশ করেন।—সাহীহ বুখারী : ৮৫৪, সাহীহ মুসলিম : ২।২২৩।

(ঘ) উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার বাড়ীতে একটি বালিকার মুখমণ্ডলের বিবর্ণ রং দেখিয়া বলেন, "ইহার ঝাড় ফুঁক কর; কেননা ইহাতে নযর বদ লাগিয়াছে।"—সাহীহ বুখারী : ৮৫৪, সাহীহ মুসলিম : ২।২২৩।

(ঙ) আসমা বিন্তু 'উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা একদা বলেন, "হে আল্লাহের রাসূল, জা'ফারের সন্তানদের প্রতি নযর-বদ তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করিয়া থাকে। আমি কি তবে তাহাদের ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা করিব?" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হাঁ, (করিও), কেননা কোন বস্তু যদি তাকদীরের উপর গালিব হইত তাহা হইলে নযর-বদই উহার উপর গালিব হইত।"—তিরমিযী (তুহফাহ ৩।১৬৫), ইবনু মাজাহ : ২৫৯।

(চ) ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে এই বলিয়া ঝাড়িতেন—"আমি প্রত্যেক শায়তান ও প্রাণঘাতী কীট হইতে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারী দৃষ্টি হইতে তোমাদিগকে আল্লাহের পরিপূর্ণ কালিমাগুলির আশ্রয়ে দিতেছি।—তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১৬৬, ইবনু মাজাহ : ২৬০।

এই হাদীসটি হিস্নু হাসীন গ্রন্থে সাহীহ বুখারীর বরাত দিয়া এইভাবে বলা হইয়াছে যে, শিশুর তা'বীয বা ঝাড়ফুঁক এই :

أعوذ بكلمات الله التامة من

كل شيطان وهامة ومن كل

www.ahlehadeethbd.org

৫২ - وما هو الا ذكر للعلمين •

৫২। অথচ উহা যাবতীয় বিশ্ববাসীর পক্ষে উপদেশ বাণী ছাড়া আর কিছুই নহে।

عين لامة .

এই হাদীসে عين لامة বা অনিষ্টকারী দৃষ্টির উল্লেখ রহিয়াছে। এই সব হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, **বদ নযরের ক্রিয়া বাস্তব সত্য।**

সুফী-কুল-মণি সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম হাসান বাসরী এই আয়াতটিকে বদ নযরের ক্রিয়ানাশক বলিয়া উল্লেখ করেন। তারপর ইহার ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আমার উসতাদ বলেন যে, এই আয়াতটি সাতবার পড়িয়া পাঠক নিজহাতের উভয় তলা জোড় করিয়া উহাতে তিন চারিবার ফুঁ—থু দিবে। তারপর ঐ উভয় তলা বদনযরের রোগীর মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরে তিন চারিবার ভাল করিয়া বুলাইবে।

انه لمجنون : নিশ্চয় সে সত্যই উন্মাদ। অর্থাৎ কাফির মুশরিকেরা রাসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; বরং তাঁহাকে উন্মাদ পাগল প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের মনের ঝাল বাহির করিত।

৫২। কাফির মুশরিকেরা রাসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে উন্মাদ পাগল বলিত। তাহাদের ঐ উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের বাক্য ও আচরণ বিচার করিয়া যাহার বাক্যগুলি আবোল তাবোল, অর্থহীন ও প্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং যাহার আচরণের কোন আগা-মাথা কিছুই ঠিক থাকে না তাহাকে পাগল উন্মাদ বলা হয়। কিন্তু আল্লার রাসূল যাহা বলে তাহার একটুও তো অর্থহীন নয় বরং সে যাহা বলে অর্থাৎ এই কুরআন আগাগোড়া উপদেশে ভরা। কাজেই তাহাকে কোনক্রমেই উন্মাদ বলা যায় না। বরং যাহারা তাহাকে উন্মাদ বলে তাহারাই উন্মাদ।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মাদ আসীর সিদ্দীকী ॥

ইস্‌তিগফার ও তওবা

মানুষ মাত্রই কিছু না কিছু গুণাহ করিয়া থাকে। কাজেই গুণাহ হইতে তওবা করা প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মুমিন গুণাহ করিলে তাহার দিলের উপর একটি কাল দাগ পড়িয়া যায়, যদি সে ব্যক্তি গুনাহ হইতে তওবা করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট গুনাহ মাফ চায় তবে তাহার অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি তাহা না করিয়া পুনঃ পুনঃ গুনাহ করিতে থাকে তবে অন্তরে আরও মলিনতা সঞ্চিত হইতে থাকে। অবশেষে গুনাহের কালিমা তাহার অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইহারই নাম অন্তরের সেই মরিচা যাহা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেন এই বলিয়া ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদের হৃদয়ে মরিচা ধরাইল।—তিরমিযী

গুনাহ পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে অবশেষে অন্তর পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। গুনাহ বিষতুল্য। মুসলিম যতই গুনাহ করিতে থাকিবে ততই উহা তাহার রূহানী শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া শয়তান ও নাফ্‌সের কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া দিতে থাকে এবং সর্ববিধ মঙ্গলের মূল যে ইবাদাত উহার প্রতি আগ্রহ কম হইতে শুরু করে। গুনাহ করিয়া তাওবা না করিলে মন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সর্বতোভাবে অকেজো ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং নেক কাজের আকাঙ্খা বা ইচ্ছা আদৌ থাকে না। এমত অবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য হইতেছে খাঁটি নীয়াত ও বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—হে মানববৃন্দ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট (গুনাহ হইতে) তওবা কর নিশ্চয়ই আমিও আল্লাহর নিকট প্রত্যহ একশত বার তওবা করিয়া থাকি।—মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন—আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যত কাল আমাকে ডাকিতে থাকিবে এবং মনে আশা পোষণ করিতে থাকিবে তত কাল আমি তোমার কৃত গুনাহ মাফ করিয়া দিতে থাকিব এবং এ ব্যাপারে আমি কোন পরওয়াহ করি না। হে আদম সন্তান! তুমি শির্‌ক ব্যতীত পৃথিবী পরিমাণ পাপরাশি লইয়াও যদি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত হও, তাহা হইলে আমিও পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা সহ তোমার সহিত সাক্ষাৎ দিব। (অর্থাৎ ঈমানের উপর কায়েম থাকিয়া গুনাহ হইতে তওবা করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন।)—তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন—বান্দাগণ! কেবল মাত্র আমি যাহার গুনাহ সমূহ মাফ করিয়াছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই দিবা রাত্রি পাপ করিবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলে পাপী। তোমরা আমার নিকট গুনাহের মাগফিরাত চাও, আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিব। বান্দাগণ! তোমরা গুনাহ করিয়া আমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং ইবাদাত করিয়া আমার উপকারও করিতে পারিবে না। বান্দাগণ! তোমাদের আগেকার ও পরবর্তী সকল মানব ও জিন্ন যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ (রসূলুল্লাহ সঃ র মত) হইয়া যায় তাহা হইলেও আমার বাদশাহীর মধ্যে কিছুই বাড়িবে না। বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানব ও জিন্ন যদি সর্ব নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ শয়তানের মত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমার বাদশাহীর মধ্যে কিছুই কমিবে না। বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইনসান ও জিন্ন যদি কোন স্থানে সমবেত হইয়া তাহাদের যত কিছু বাসনা আছে তাহা আমার নিকট চাহিয়া বসে এবং আমি প্রত্যেকের সওয়াল পূর্ণ করিয়া দিই তাহা হইলেও আমার কাছে যাহা আছে তাহার কিছুই কমিবে না। উহা এইরূপই, যেমন মহাসাগরে একটি সূচ ডুবাইয়া উঠাইলে উহাতে যতটুকু পানি লাগে তাহার মত। হে বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমল সমূহ লিখিয়া রাখি এবং তাহার পুরস্কার কিয়ামতে পূর্ণমাত্রায় দান করিব। অতএব যে ব্যক্তি নেক আমল করিবার ক্ষমতা ও তাওফীক পায় তাহার শুক্‌র্ করা কর্তব্য, আর তাহা না হইলে তাহার নিজেকে তিরস্কার করা কর্তব্য।—(মুসলিম)

ইবনু মাস'উদ রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন—কোন ঈমানদার বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর খুশী হন যে ব্যক্তি কোন তৃণলতাহীন প্রাণসংহারক প্রান্তরে অবতরণ করে। তাহার সংগে তাহার সওয়ারী থাকে এবং ঐ বাহনের পৃষ্ঠে তাহার খাদ্য সামগ্রী ও ও পানীয় থাকে। অনন্তর সে বিশ্রামের জন্য মাটিতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে দেখে যে, তাহার সওয়ারী পলাইয়া গিয়াছে। তখন সে উহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর প্রখর রৌদ্র, প্রবল পিপাসা ও দুঃখ কষ্ট যাহা কিছু আল্লাহের মরযী হইবার ছিল ভোগ করে। অবশেষে সে অধীর ও অস্থির হইয়া ভাবে। আমি ঐ জায়গায় ফিরিয়া যাই যেখানে আমি পূর্বে ছিলাম এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় শুইয়া পড়ি। অতঃপর সে সেখানে গিয়া তাহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় শুইয়া পড়ে। জাগ্রত হইয়া দেখে যে, তাহার সওয়ারী তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং উহার পৃষ্ঠে তাহার পানাহার বর্তমান। (মুসলিমের বর্ণনায়) এই কথা বেশী রহিয়াছে—সে তৎক্ষণাৎ তাহার লাগাম ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠে, "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার মা'বুদ।" সে অতি উল্লাসে উল্টা কথা বলিয়া ফেলে। ঈমানদার বান্দা তওবা করিলে আল্লাহ তাআলা ঐ লোকটির পানাহার সহ সওয়ারী প্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন। (বুখারী)

পাপ কাজ সম্পর্কে ঈমানদারের কিরূপ ভীত ও শঙ্কিত থাকা উচিত তাহার উপমা দিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন;

যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার সে গুনাহ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করিবে যে, সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে এবং এই

www.ahlehadeethbd.org

চিন্তা করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে যে, পাহাড়টি যে কোন সময় তাহার উপর পতিত হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি ফাজির (গুনাহগার) হইবে সে তাহার পাপসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা রাখিবে যে, কোন একটি মাছি যেন তাহার নাকের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল। ইহা বলিবার কালে রাসূলুল্লাহ সংশ্লিষ্ট হাত দ্বারা মাছি তাড়ানোর দৃশ্যের দিকে ইশারা করিয়া দেখান। (বুখারী)

ইসতিগফার ও তাওবা করার পদ্ধতি—

ইমাম 'আল হাকিম' এর 'আল্ মুসতাদরাক' গ্রন্থে আবুদ্দারদা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, কোন মু'মিন কোন অপরাধ বা পাপ করিবার পরে যদি সে তাওবা চায় তবে সে যেন পরাক্রমশালী মহিমান্বিত আল্লাহের উদ্দেশ্যে দুই হাত বাড়াইয়া দেয়। তাৎপর সে যেন বলে "হে আল্লাহ, আমি এই অপরাধ ও পাপ হইতে তোমার নিকট তাওবা করিতেছি। আমি এই অপরাধ ও এই পাপ আর করিব না।" মু'মিন যদি এই ভাবে তাওবা করে তাহা হইলে সে ঐ অপরাধ পুনরায় না করিলে তাহার ঐ পাপ ক্ষমা করা হয়। (হিসনুু হাসীন)

হিসনুু হাসীন গ্রন্থ চারি সুনান গ্রন্থ, সাহীহ ইবনু হিব্বান ও ইবনুস্ সুন্নীর 'আমালুল য়াওমি অল্‌লাইলা' গ্রন্থের বরাতে বর্ণিত হইয়াছে, (আবু-বাকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন). কোন লোক কোন গুণাহের কাজ করিবার পরে যদি পবিত্র হইয়া দুই রাক'আত নামায পড়ে এবং তারপর আল্লাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলে তাহার ঐ গুনাহ মাফ করা হয়।

ইসতিগফার ও তাওবার শব্দ ও বাক্য

বিভিন্ন বাক্যযোগে তাওবা ইসতিগফার করার কথা হাদীসে পাওয়া যায়।

(ক) اللهم اغفرلي : হে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ কর।

(খ) رب اغفرلي وتب علي انك انت التواب الرحيم.

'হে আমার রাব্ব আমাকে মাফ কর এবং আমার প্রতি দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন কর; নিশ্চয় তুমি দয়াসহকারে অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী, অত্যন্ত দয়াবান।'

সুনান চতুষ্টয়ে ও ইবনু হিব্বানের সাহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইবনু উমার রাঃ বলেন, আমরা গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক মজলিসে এই দু'আ এক শত বারেরও বেশী পড়িতেন। (হিসনু হাসীন)।

(গ) استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه.

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তিনি চিরঞ্জীবিত, স্বয়ং স্থিতিবান। আমি তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فانه لا يغفر الذنوب الا انت •

"হে আল্লাহ! তুমি আমার রাব্ব, তুমি ব্যতীত আর কোনও মা'বূদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ আর আমি তোমার বান্দা। তোমার সহিত আমি যে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমার সাধ্যানুসারে আমি উহার উপর (স্থির) রহিয়াছি। আমি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নি'মাতের স্বীকৃতি প্রদান করতঃ আমি আমার পাপ স্বীকার করিয়া নিতেছি; অতএব তুমি আমাকে মা'ফ করিয়া দাও, কারণ তুমি ব্যতীত গোনাহ মা'ফ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই।"

(৬) সাইয়িদুল ইসতিগফার বা ইসতিগ্‌ফারের শ্রেষ্ঠ কালাম এই :—

اللهم انت ربي لا اله الا انت

خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك

ووعدك ما استطعت اعوذبك من

شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على

وابوء بذنبي فاغفرلي •

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রাহীম ॥

কুরআনে চাঁদ

'আদম সন্তানের চন্দ্রে অবতরণ' ও 'কুরআনে চাঁদ' শিরোনামা দিয়া তর্জুমানুল হাদীস বর্তমান বর্ষের নবম ও দশম সংখ্যায় কিছু আলোচনা করিয়াছি। দশম সংখ্যায় আমরা বলিয়াছি 'কুরআন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের (Astronomy) গ্রন্থ নয় কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানে সপ্রমাণিত খাঁটি সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন বিবরণও নাই এবং থাকিতেও পারে না।' আমরা আরও বলিয়াছি যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্তের এবং কুরআনের কোন বিবরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে অথবা কুরআনের বিবরণটির যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয় তাহা অভ্রান্ত নহে অথবা উভয়ই অভ্রান্ত নহে। আমরা আরও বলিয়াছি যে, কোন কোন মুসলিম কুরআনের দোহাই দিয়া মানুষের চাঁদে গমন যেমন অস্বীকার করিয়াছেন সেইরূপ কেহ কেহ কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া কুরআন যোগে বৈজ্ঞানিকদের উক্ত বিবরণটিকে সপ্রমাণিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বস্তুতঃ, আমাদের মতে উভয় দলই এই ব্যাপারে সীমা লংঘন করিতেছেন। যাঁহারা কুরআনযোগে মানুষের চাঁদে গমন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রমাণে ব্যবহৃত তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যার ভুল আমরা দশম সংখ্যায় দেখাইয়াছি। তাঁহাদেরই প্রমাণে ব্যবহৃত একটি আয়াতের আলোচনা বাকী রহিয়াছে। ঐ আয়াতটি হইতেছে :

كانتا رتقا ففتقناهما (سورة الانبياء : ٣٠)

যিনি এই আয়াত দ্বারা মানুষের চাঁদে গমন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি বলেন,

"চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর সংযোগ ছিল, পরে উহা পৃথক করা হইয়াছে। এই তথ্য কুরআন ঘোষণা করে : কানাতা রাৎকান্ ফাফাতাক্‌নাহুমা। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে মিলিত ছিল পরে আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছি। অতএব চন্দ্র পৃথিবীর অংশবিশেষ। সেথায় মনুষ্য জাতির অবতরণ ও অবস্থান উভয়ই সম্ভব।"

তাঁহার এই যুক্তির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝা যায় না। যুক্তির দাবীতে বলা হইয়াছে চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর সংযোগ ছিল। অর্থাৎ পৃথিবী ও চন্দ্র একত্র ছিল। এই হইল তাঁহার দাবী। আর প্রমাণে যে আয়াতটি আনিলেন তাহার অর্থে বলা হইল চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে মিলিত ছিল। আবার অতএব বলিয়া বলা হইল চন্দ্র পৃথিবীর অংশবিশেষ। এই ধরণের যুক্তিকে বলা হয়—ঁাটুতে লাগলো ঢিল, উপরে গেলো চোখ।

জনাব মাওলানা সাহেব 'অর্থাৎ' বলিয়া আয়াত অংশটির যে অর্থ দিয়াছেন তাহা মোটেই ঠিক হয় নাই। কারণ এই আয়াতে চন্দ্র সূর্যের মোটেই কোন উল্লেখ নাই। পাঠকদের অবগতির

www.ahlehadeethbd.org

জন্য সম্পূর্ণ আয়াতটি উধৃত করিয়া উহার অনুবাদ দিতেছি।

اَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ٭

'যাহারা কাফির হইল তাহারা কি দেখেনা যে, আসমানসমূহ ও যমীন 'রাতক' ছিল, অনন্তর আমি ঐ দুইটিকে 'ফাতক' করিলাম এবং পানি হইতে প্রত্যেক জীবিত বস্তু তৈয়ার করিলাম।'

আয়াত অংশটিতে বলা হইয়াছে আসমান-ও যমীন সম্পর্কে; আর মাওলানা সাহেব উহাকে করিয়া বসিলেন চন্দ্র ও সূর্য এবং 'অতএব' এর পরে চন্দ্র ও পৃথিবী।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে চাঁদের কোনই উল্লেখ নাই।

তারপর এই আয়াতে যে 'রাত্‌ক্' ও 'ফাত্‌ক' শব্দ দুইটি রহিয়াছে তাহার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। তাহা এই:

(এক) সৃষ্টির আদিতে আসমান ও যমীনের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ছিল না। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা দিয়া পৃথক পৃথক ভাবে কাহাকেও উর্ধ এবং কাহাকেও নীচে স্থাপিত করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ গুলিকে পয়দা করিলেন এবং উহাদিগকে তাহাদের বর্তমান রূপ দিলেন।

(দুই) সাত আসমান ও যমীন সৃষ্ট হওয়ার পরে সবগুলি এলোপাতাড়ি ভাবে মিলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সমূহ ও যমীনের মাঝে বায়ুমণ্ডল স্থাপন করিয়া আসমানগুলিকে যমীন হইতে আলাদা করিয়া দিলেন।

(তিন) সাত আসমান পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছিল। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানকে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা দান করিলেন।

(চারি) আসমানগুলির মুখ ও যমীনের মুখ বন্ধ ছিল। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা আসমানের মুখ খুলিয়া দিলেন। ফলে তাহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইল এবং যমীনের মুখ খুলিয়া দিলেন। ফলে উদ্ভিদ জন্মিতে আরম্ভ হইল।

উল্লিখিত চারিটি মতের মধ্যে কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ মতটিই মাজমা'উল্ বিহার গ্রন্থে এবং বাগাভী ও খাযীনের তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম রাযী চতুর্থ মতটি সম্পর্কে বলেন যে, ইহাই অধিকাংশ তাফসীরকারের মত। (তাফসীর কাবীর, ৬।১৪৫)

যাহা হউক; ঐ মাওলানা সাহেবের মতে যদি আসমান সমূহ ও যমীন এককালে মিলিত থাকিয়াই থাকে তাহার সহিত মানুষের চাঁদে গমনের তো কোনই সম্পর্ক দেখা যায় না।

কোন কোন আলিম কুরআনের আয়াতযোগে মানুষের চাঁদে গমন অসম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন এবং কেহ কেহ এই মর্মে পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। তাহাদের দলীল ও যুক্তি প্রমাণ সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

আবু ওবায়েদ শেখ মোহাঃ আবদুল্লাহ নদবী

চন্দ্রে মানবের অবতরণ কি সম্ভব ?

আমার মতে মানব ও দানব কখনও চন্দ্রে অবতরণ ও অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। চন্দ্রটী আকাশের মধ্যেই বিরাজমান ও গতিশীল। ইহা মওলানা মীর আবদুস সালাম 'আজাদ' ও 'আরাকাতে' তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে কোরআনের একটি আয়াতও তিনি (সূরাহ আ'ল্ ফুরকান : ৬১) পেশ করিয়াছেন। উহা এই :

تبارك الذي جعل في السماء
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا

আলোদানকারী চন্দ্র আকাশের ভিতরে বিদ্যমান আছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চন্দ্রকে গতিশীল বলিয়াছেন এবং একটি আয়াতও পেশ করিয়াছেন। এখন আমি বলিতে চাই যে, মানব ও দানবের আকাশের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রে যাওয়া অসম্ভব।

আমি সর্বপ্রথমে আকাশের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আল্লাহ তা'আলা সূরাতুল মুল্ক্ এর তৃতীয় আয়াতে বলেন :

الذي خلق سبع سموت طباقا ؕ
ما ترى في خلق الرحمن من تفوت ؕ
فارجع البصر هل ترى من فطور ؕ

পাক পবিত্র আল্লাহ তা'আলা যিনি উঁচ, নীচ সাতটী আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি দেখিবেনা রাহমানের সৃষ্টিতে ত্রুটী বিচ্যুতি। অতঃপর তুমি দৃষ্টি ফেরাও আকাশে, (উহাতে) কি কোন ছিদ্র দেখিতেছে ? অর্থাৎ আকাশের গঠনে কো-ই ছিদ্র নাই। সূরাহ 'কাফ' এর ৬নং আয়াতটি ইহারই অনুরূপ। সেখানেও বলা হইয়াছে, আকাশ পুঞ্জে কোনই ছিদ্র নাই।

আকাশের মধ্যে কোনই ছিদ্র নাই প্রমাণিত হওয়ার পর আমি বলিতে চাই যে, আকাশের উপর, নীচ এবং পার্শ্ব সবই বন্ধ। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশের দুয়ার ছিল তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জানা গেল যে, যাহার দুয়ার থাকিবে তাহার দেওয়ালও আছে। সূরাহ আল্ আম্বিয়া : ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وجعلنا السماء سقفا محفوظا ؕ

'আর আমরা আকাশকে করিলাম রক্ষিত ছাদবিশেষ।'

অতএব, আকাশের সব কিছু যখন বন্ধ তখন কেমন করিয়া দানব বা মানব আকাশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে ? বিশেষ করিয়া যাহারা কাফের আল্লাহ তা'আলার চরম শত্রু তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য আকাশ সমূহে অবতরণ অসম্ভব।

আকাশের ভিতরে দানব ও মানব প্রবেশ করিতে পারিবে না—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ কোরআনে পাওয়া যায়। এখানে আমি কয়েকটি আয়াত উধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব। সর্বপ্রথমে আকাশসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ (হেফাজত) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা যাহা বলেন তাহা উল্লেখ করিব। সূরাহ হামীম আস্ সিজদা: ১২ নং আয়াতে বলা হইয়াছে:

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا

প্রদীপ দ্বারা আমরা নিকটবর্তী আকাশকে সুসজ্জিত করিয়াছি এবং ঐ সকল প্রদীপ দ্বারা আকাশের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি।

সূরাতুল্ হিজর: ১৭ নং আয়াতে বলা হইয়াছে:

وحفظناها من كل شيطن رجيم •

'এবং আমরা আকাশসমূহের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি প্রত্যেকটি শয়তান রাজিম হইতে।

সূরাতুল মুল্ক: ৫ নং আয়াতে বলা হইয়াছে:

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

وجعلنها رجوما للشيطين •

'আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা এবং সকল প্রদীপকে ক্ষেপন অস্ত্র করিয়াছি শায়তানদের প্রতি।'

সূরা আস্ সফ্ফাত: ৬—৭ আয়াতে বলা হইয়াছে:

انا زينا السماء الدنيا بزينة

الكواكب وحفظا من كل شيطن مارد •

'নিশ্চয়ই আমরা নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাশির দ্বারা অলংকৃত করিয়াছি এবং দুষ্ট প্রকৃতির প্রত্যেকটি অবাধ্য শয়তান হইতে আকাশের হেফাজাতের ব্যবস্থা করিয়াছি।'

এই মর্মের আরও অনেক আয়াত কোরআনের মধ্যে পাইবেন।

আমার দাবী হইল এই, চন্দ্র যেহেতু আকাশের ভিতরে বিদ্যমান এবং আকাশের হেফাজাত যেহেতু আল্লাতালা স্বয়ং করিতেছেন কাজেই আল্লাতালার অনুমতি ব্যতিরেকে আকাশের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। জলে, স্থলে, বায়ুমণ্ডলে কাফের, মোমেন সকলেই যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। উহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু আকাশে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রে অবতরণ ও অবস্থান করা কোরআনের বা হাদিসের দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব। যে বস্তুকে আল্লাতালা স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন তাহার মধ্যে প্রবেশ ঐ সময়ে সম্ভব যখন শত্রুপক্ষ আল্লাতালার সহিত যুদ্ধ করিয়া আল্লাতালাকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করিয়া আল্লাতালার রক্ষিত বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। ইহা কি দানব বা মানবের পক্ষে সম্ভব?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাওলানা মীর আবদুস্ সালাম সাহেব মে'রাজের হাদিসকে কেন্দ্র করিয়া কত কি লিখিয়া ফেলিলেন। তিনি হাদিসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এমন কি সূরাহ আল্ বাকারাহ ঃ ২৬৯ আয়াতটি যাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'যাহাকে হিকমাত দান করা হইয়াছে তাহাকে বহু কল্যাণ দান করা হইয়াছে'—আল্লাতালার পরম শত্রু কাফের গণের উপরে প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! তিনি নাবিয়ে কারিমের সপ্তাকাশ ভ্রমণ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুকে আদম সন্তানও লাভ করিতে পারে বলিয়া লিখিয়া বসিলেন। তিনি এতটুকু ভাবিলেন না যে, মেরাজ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাতালা অপর কোন নবীকে এ মর্যাদা দান করেন নাই। কেবলমাত্র আমাদের শেষ নবীই উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মেরাজ যদি শত্রুকূল বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় তাহা হইলে আমাদের নাবীয়ে করীমের বৈশিষ্ট্য কোথায় রহিল? তাহার এই উক্তি দ্বারা বিরাট বৈশিষ্ট্যময় মে-রাজকে কি হেয় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা হয় নাই? প্রাচীন বন্ধু মীর সাহেব শত্রুকূল বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবে পড়িয়াই জ্ঞান-গরিমার মূলে কুঠারাঘাত এবং বিদ্যা, বুদ্ধির সর্বনাশ করিলেন।

আমার প্রাচীন বন্ধু মাওলানা মীর সাহেবকে অনুরোধ করি যে, আল্লাতালার শত্রু কাফের বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এই প্রকার কথা ছড়াইবেন না।

যুক্তির দিক দিয়াও চন্দ্রে পৌঁছা অসম্ভব। কোরআন মজিদ বলে, চন্দ্র গতিশীল, রকেটও গতিশীল। ইহাদের মধ্যে কাহার গতি বেশী এবং কম তাহা প্রথমে নির্ণয় করা দরকার। বৈজ্ঞানিকগণ ইহা করিতেছেন কি? উভয়ই যদি গতিশীল হয় তবে গতির বেগ প্রথমতঃ নির্দ্ধারিত করিয়া চন্দ্রকে থামাইয়া চন্দ্রে অবতরণ সম্ভব হইবে। চন্দ্রের গতিবেগ রোধ না করিয়াই চন্দ্রে অবতরণ অস্বাভাবিক নহে কি? চলন্ত রেলে চড়া যেমন অস্বাভাবিক গতিশীল চন্দ্রে অবতরণও তদ্রূপ অস্বাভাবিক। আরও বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, দানবের (জিন্নদের) গতি বেশী কি রকেটের বেশী? জিন্ন যখন আকাশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হয় এবং চন্দ্রে অবতরণ ও অবস্থান করার সাহস তাহার হয় না, তবে মানব কেমন করিয়া এই সাহস পাইল? ইহা আমার বোধগম্য নহে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ অনুবাদঃ আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

রামাযান সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

রামাযানের বৈশিষ্ট্য

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক কাজ তার নিজের জন্যই। একমাত্র রোযা এর ব্যতিক্রম। রোযা আমার জন্য এবং আমি এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করব। রোযা আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করার জন্য ঢাল স্বরূপ, রোযা অবস্থায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা কিংবা অন্যায় ভাবে চীৎকার করা তোমাদের উচিত নয়। কেউ যদি তোমাদেরকে গালি দেয় অথবা তোমাদের সঙ্গে মারামারি করতে উদ্যত হয়, তবে তোমরা বলিও, "আমরা রোযাদার"। খোদার শপথ! রোযাদারের মুখনিঃসৃত দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়! রোযাদারেরা দ্বিবিধ উপলক্ষে আনন্দ লাভ করে থাকে। প্রথম উপলক্ষ হল যখন তারা ইফতার করে আর দ্বিতীয় উপলক্ষ হল যখন তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে—বুখারী ও মুসলিম।

২। তোমাদের নিকট রোযার মাস উপস্থিত। এটা পবিত্র মাস। আল্লাহ এ মাসের রোযা তোমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। এ মাসে আসমানের সব দুয়ার খুলে দেওয়া হয়, দোযখের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং হঠকারী শয়তানদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত্রি আছে যার ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি এ রাত্রির বরকত লাভে বঞ্চিত হবে সে সর্বপ্রকার মঙ্গল হতে বঞ্চিত হবে—আহমদ ও নাসায়ী।

৩। কোরআন এবং রোযা বান্দাদের জন্য শাফায়াত করবে। রোযা বলবে, প্রভুহে। আমি তোমার বান্দাকে দিবাভাগে পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত রেখেছিলাম। অতএব এর সম্বন্ধে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। কোরআন বলবে, প্রভুহে আমি তোমার বান্দাকে রাত্রি বেলায় নিদ্রাসুখ হতে বঞ্চিত করেছিলাম। অতএব এর সম্বন্ধে আমার সুপারিশ কবুল কর। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন—বয়হকী, শু'আবুল ঈমান।

৪। পবিত্র রামাযান মাসের শুভাগমনোপলক্ষে জান্নাতের উদ্যান বাটিকা সুসজ্জিত করার আয়োজন বছরের প্রথম দিন হতেই শুরু হয়ে যায় আর এ আয়োজন পরবর্তী বছরের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলতে থাকে। রামাযান মাসের প্রথম তারিখে আল্লাহর আরশের নিম্নভাগ হ'তে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়ে জান্নাতের কাননগুলিতে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়। এতে করে জান্নাতের হুরীরা চকিত হয়ে বলে উঠে, "প্রভু হে! তোমার যে সব ভাগ্যবান বান্দাদের জন্য এত সব আয়োজন করছ তাদের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের দান কর। আমরা যেন তাদেরকে দেখে নয়ন জুড়াতে পারি আর তাঁরাও যেন আমাদেরকে দেখে নয়ন জুড়াতে পারে,—বয়হাকী, শু'আবুল ঈমান।

রামাযানের দানশীলতা এবং রোযাদার খাওয়ান

৫। ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহর রসূল (দঃ) অন্যান্য লোকের তুলনায় ঢের বেশী দানশীল ছিলেন এবং তাঁর বদান্যতা রামাযানের পবিত্র মাসে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত জিবরীলের সাক্ষাৎলাভের পর অত্যধিক বেড়ে যেতো। হযরত জিবরীল রামাযান মাসের প্রত্যেক রাতেই আঁ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে পাক কোরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত জিবরাইলের দর্শন লাভের পর আঁহযরত বায়ুপ্রবাহ হতে অধিকতর বদন্য হয়ে পড়তেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৬। যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট পুরে খেতে দেয়, আল্লাহ তাকে আমার 'হাওসে কওসর' থেকে এরূপ শরবৎ পান করাবেন—যার ফলে বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না।—ইবনে খুযায়মা।

৭। এই মাসে যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায়, তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় আর তার স্কন্ধকে দুযখের আগুন থেকে উদ্ধার করা হয়। যে রোযাদারকে সে পানাহার করায়, তার রোযার অনুরূপ পুণ্য সেও লাভ করে, অথচ সেই রোযাদারের পুণ্য কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।—বয়হকী।

৮। পবিত্র রামাযান মাসের শুভাগমনোপলক্ষে আঁহযরত (দঃ) যুদ্ধে ধৃত আর বন্দী ব্যক্তিদের মুক্তি-দান করতেন এবং অন্যান্য মাসের তুলনায় যাচ্ঞা-কারীদেরকে অধিক পরিমাণে দান করতেন।

—বয়হকী, শু'আবুল ঈমান।

সেহরী ও ইফতার

৯। (আগামী দিনের রোজার উদ্দেশ্যে) তোমরা সেহরী খেয়ো। কারণ সেহরী খাওয়াতে বরকত নিহিত আছে।—বুখারী ও মুসলিম।

১০। আমাদের ও আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমরা সেহরী খাই আর তারা খায়না।—মুসলিম।

১১। মানুষ যতদিন পর্যন্ত যথাসম্ভব শীগ্‌গির ইফতার করার জন্য তৎপর থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা মংগল ও কল্যাণলাভ করতে থাকবে।—বুখারী ও মুসলিম।

১২। আবু হুরায়রা বলেছেন ঃ আল্লাহর রসূল (দঃ) একটি রোযার সহিত আর একটি রোযাকে সংযুক্ত করতে (অর্থাৎ একদিনের রোজার পর রাত্রিযোগে কোন কিছু না খেয়ে আবার পরদিন রোযা রাখা) নিষেধ করেছেন।

একথা শ্রবণ করে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রসূল আপনি ত যুক্ত রোযা রেখে থাকেন।" হুজুর বল্‌লেন, "তোমরা আমার মত নও। আমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট থেকে আমি রাত্রিযোগে পানীয় আর আহার্য পেয়ে থাকি।" —বুখারী ও মুসলিম।

১৩। ইফতার করার সময় খেজুর দিয়ে ইফতার করাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। কারণ ওর মধ্যে বরকত আছে। আর কেউ যদি খেজুর যোগাড় করতে না পারে তাহলে সে পানি দিয়েই ইফতার করবে। কারণ পানি অতি পবিত্র।—আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী।

মিথ্যা পরিহার

১৪। যে রোযাদার মিথ্যা কথা আর অন্যায় আচরণ হতে বিরত থাকতে পারে না তার আহার্য ও পানীয় হতে বিরত থাকার কোনই মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।—বুখারী।

স্বামী স্ত্রীর সংযোগ

১৫। জননী আয়েশা বলেছেন ঃ—আঁ হযরত (দঃ) রোযার অবস্থায় স্বীয় সহধর্মিণীগণের দেহ স্পর্শ করতেন এমন কি চুম্বনও প্রদান করতেন, কিন্তু তোমা-দের মধ্যে প্রবৃত্তি দমনে তার মত ক্ষমতাবান কে আছে?—বুখারী ও মুসলিম।

১৬। হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ—পবিত্র রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল (দঃ) সহবাস জনিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অশুচিতার অবস্থায় "সুবহে সাদেক" পর্যন্ত অতিবাহিত করতেন। "সুবহে সাদেকের" পর তিনি পবিত্রতা অর্জন মানসে গোসল করতেন এবং রোজা রাখতেন—বুখারী ও মুসলিম।

ভুলবশত: পানাহার

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ—যে রোযাদার ভুলবশতঃ কোন কিছু খেয়ে অথবা পান করে ফেলে তার উচিত রোযা পূর্ণ করা। খাদ্য ও পানীয় সে আল্লাহর তরফ থেকেই পেয়েছে।—বুখারী ও মুসলিম।

১৮। পবিত্র রামাযানের শেষ রাত্রে আমার উম্মতগণকে (সাধারণভাবে) ক্ষমা করা হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "হুজুর সে রাতটা কি 'লায়লাতুল কদর' (সোভাগ্য রজনী) হবে?" হুজুর বললেন, না! শ্রমিকেরা তাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার পরই পূর্ণ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে,—আহমদ।

শ্রমিকদের শ্রম হ্রাস

যে ব্যক্তি রামাযান মাসে অধীনস্থদের নিকট থেকে খাটুনী কম করে আদায় করবে, আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করবেন আর তাকে দুযখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।

রমযানে যিক্‌র আযকার

তোমরা রামাযান মাসে চারিটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য সাধনা করবে। দুটির অভ্যাসের দরুণ তোমরা তোমাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' 'আসতাগফিরুল্লাহ' বাক্য দুটি যিক্‌র করা, আর যে দু'টি বিষয়ের প্রার্থনা ব্যতীত কারুরই গত্যন্তর নেই—তার একটি হচ্ছে আল্লার কাছে বেহেশ্‌ত কামনা আর অপরটি হচ্ছে দুযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানান।—ইবনে খুযায়মা।

www.ahlehadeethbd.org

।। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী ।।

মাহে রামাযানুল মুবারক

পবিত্র রামাযানুল মুবারক সমাগত। মাহে রামাযানকে আজ আমরা জানাই মোবারকবাদ। চান্দ্র মাসের মধ্যে এই মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য নানা দিক হইতে অত্যন্ত বেশী। রামাযান মূলতঃ "রময" ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহার অন্যতম অর্থ হইল জ্বালাইয়া দেওয়া। এই মাসে পাপ বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত হয় বলিয়া এই মাসকে মাহে রামাযান বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ পাকই এই নামকরণ করিয়াছেন। "রামাযান সেই মাস যাহাতে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।" এই আয়াত দ্বারা রামাযানের নামকরণ ও বৈশিষ্ট্য দুইটাই প্রমাণিত হইতেছে। আল্লাহ পাক আরও বলেন, 'আমি কোরআনকে মহিয়সী ও সম্মানিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি।" এই মাসের আগমনে স্বর্গীয় তোরণসমূহ উদ্ঘাটিত, নরকের দ্বার রুদ্ধ এবং শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়া দেওয়া হয়।" তবে মানবরূপী শয়তানগুলি অবশ্য সেই নিগড়ে আবদ্ধ হয় না বলিয়াই এই পবিত্র মাসেও তাহারা নানা পাপে লিপ্ত থাকিতেছে। রামাযান মাসে মানুষের পাপসমূহকে দগ্ধিভূত করিয়া দেওয়া হয় বটে কিন্তু তজ্জন্য সাধনার প্রয়োজন। ঔষধ যতই অব্যর্থ হউক না কেন, ব্যবহার না করিলে সে ঔষধে রোগীর কোন উপকার হয় কি? তদ্রূপ রামাযানের অসংখ্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও সেই মাসে কোন প্রকার মোজাহাদা বা সাধনা না করিলে ইহাতে মানুষের কোন উপকার হয় না। বরং রামাযানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে এই মাসে প্রচুর সাধনার প্রয়োজন।

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে সিয়ামে রামাযান অন্যতম। আল্লাহ পাক বলেন— "হে মুমিনগণ তোমাদের জন্য সিয়াম বিধিবদ্ধ বা ফরয করা হইয়াছে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল—হয়ত ইহা দ্বারা তোমরা শুদ্ধাচারী হইতে পারিবে"।

মানব চরিত্রে পশুত্ব ও দেবত্বের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ রহিয়াছে। মানব চরিত্রকে পশুত্ব মুক্ত করিয়া পূর্ণ দেবত্বের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মানুষের মোজাহাদা বা সাধনার প্রয়োজন— আর পবিত্র রামাযানের সাধনা যত সহজে সফলতা লাভ করে, অন্য সময়ে তা হয় না। বিশেষ করিয়া আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উন্নতির জন্যই সিয়াম বা রোযা রাখার প্রয়োজন। উপবাস করার নিয়ম অনেক সমাজেই প্রচলিত আছে। আর কুরআনে পাকও সেই সাক্ষ্যই দিয়াছে। সত্যকথা বলিতে গেলে মানব প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তাহার নামই সিয়াম। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষুধা, যৌন ক্ষুধা, নিদ্রা ও অহমিকার ক্ষুধা এই চারি ভাগে মানব প্রবৃত্তিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে আর সিয়ামের সাধনায় মানুষের এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত না হইলেও বশীভূত হয়। মানুষ কু প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিতে পারিলেই পূর্ণ দেবত্বের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

মানব দেহ হইতেই প্রবৃত্তির উন্মেষ হয় এবং দেহের উন্মেষ ও পুষ্টি নির্ভর করে খাদ্যের উপর, মানবদেহকে কার্যক্ষম করিয়া রাখার জন্য ভোজনের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু অতিরিক্ত ভোজন আবার সেই কার্যক্ষম দেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া দেয়, অকর্মন্য করিয়া তোলে। সম্বৎসরে ভূরিভোজন করিতে করিতে মানব চরিত্রে যখন পশুত্বের প্রাবল্য 'মাথাচাড়া' দিয়া উঠে, আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত নির্মম ভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায় তখনই প্রয়োজন হয় রামাযানের সাধনার। এই সাধনা দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নূতন সজীবতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে দেহ রক্ষার পক্ষে যতটুকু পানীয় ও খাদ্যের প্রয়োজন, শরীরকে তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত করিলে মানব শরীরে দুর্বলতা জনিত অক্ষমতা দেখা দিবে, চিন্তার সুস্থতা ব্যাহত হইবে। তাই রামাযানের দিবাভাগে পানাহার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া সূর্যাস্তের পর হইতে আবার ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

কাম রিপুর প্রমত্ততা ও যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তরেই টানিয়া নিতে প্রয়াস পায় অথচ বংশ রক্ষা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে রূপায়ন করিবার জন্য যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই রামাযানের দিবাভাগে তাহা নিষিদ্ধ হইলেও সূর্যাস্তের পর ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত দিন রোযা রাখার পর রাত্রিতে পানাহার ও যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির অনুমতি থাকিলেও রাত্রিযোগে ভূরিভোজন ও যৌনপিপাসা মিটাইয়া রামাযানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়। রামাযানের রাত্রিতে আল্লার ইবাদত তিলাওয়াতে কোরআন ও জাগ্রত থাকার জন্য আদিষ্ট হওয়ার পর রামাযানের রাত্রিগুলিতে ভূরিভোজন, নারীসম্ভোগ ও নিদ্রার ঘোরে রাত্রি কাটাইয়া দিলে রামাযানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা কেহ উপকৃত হইতে পারিবে না। ঘরে অমোঘ ঔষধ থাকিলেই কেহ রোগমুক্ত হইতে পারে না বরং রোগ মুক্তির জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

কোরআন ও সুন্নার নির্দেশমত পূর্ণ একটি মাস ব্যাপী পানাহার, যৌনসম্ভোগ ও নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, পরনিন্দা ও মিথ্যাচার হইতে স্বীয় জিহ্বাকে বিরত রাখিতে সক্ষম হইলে, রাত্রি জাগরণে নামায আদায় করিয়া একটি মাস সাধনা করিতে পারিলে আত্মার মলিনতা বিদূরিত হইয়া হৃদয় আল্লার নূরে জ্যোতির্মান হইয়া উঠিবেই।

পশু প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া কোরআন ও সুন্নার নির্দেশ মত সিয়ামের কৃচ্ছ্রসাধনা করার মত তওফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন। রামাযানের সাধনায় আমাদের হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইয়া আল্লার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, বিশ্ব মুসলিমের রামাযানের সাধনা জয়যুক্ত হউক, মুসলমান আবার তওহীদের পূর্ণ তেজে বলীয়ান হইয়া উঠুক, ঈমানের পূর্ণতা তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসুক, পশু প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিয়া এবারকার রামাযানের পরশে বিশ্ব মুসলিমের পাপরাশি দগ্ধিভূত ও ভস্মীভূত হইয়া যাক, আল্লার দরগায় আমরা এই মোনাজাতই করি।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদ আবদুর রহমান

ইসলামের অর্থনৈতিক পথ-নির্দেশ

আদিতে পৃথিবীর যে আকার ছিল আজও তাই রয়েছে, একটুও বাড়েনি। কিন্তু মানুষ বেড়েছে অনেক —অনেক গুণ; সঙ্গে সঙ্গে পশু পক্ষী এবং অন্যান্য জীব জানোয়ারের সংখ্যাও বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। মানুষ এবং সমুদয় জীব জানোয়ারের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্যের। তারপর আশ্রয়, বস্ত্র প্রভৃতির। যখন মানুষ এবং জীব জানোয়ারের সংখ্যা ছিল স্বল্প তখন পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য তাদের প্রয়োজনের জন্য ছিল যথেষ্ট, বরং তারও অধিক। সুতরাং এ নিয়ে তাদের তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। কিন্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের লোভ লালসা ও ভোগ প্রবণতা বাড়তে থাকে, ফলে তখন থেকে দেখা দেয় সমস্যা। মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি ও কলা কৌশলের উৎকর্ষ সাধন ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বণ্টন ব্যবস্থার সাময়িক নিয়ম অনুসারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এসেছে। এ সমাধান করতে গিয়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, অশান্তি দেখা দিয়েছে, যুদ্ধ ও ধ্বংসের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে।

যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে মানুষ আধুনিক যুগে যখন পদার্পণ করেছে তখন দেখা দিয়েছে শত সহস্র জটিল সমস্যা, অর্থনৈতিক ব্যাপারে উদ্ভূত হয়েছে অগণিত প্রশ্ন।

মানুষের জীবন ও জীবিকার সংস্থানের জন্য মূল প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি বস্তু ঃ

(১) খাদ্য, (২) স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, (৩) বস্ত্র-পোষাক, (৪) আশ্রয়-গৃহ, (৫) শিক্ষা ও (৬) নিরাপত্তা।

খাদ্য তথা পেটের দাবী সকল দাবীর সেরা দাবী। খাদ্যের উপরেই মানুষের জীবন নির্ভরশীল। পরিমিত, নির্ভেজাল এবং সুষম খাদ্য না পেলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায় না। অনাহারে, অর্ধাহারে মানুষের স্বাস্থ নষ্ট হয় এবং সহজেই সে রোগের শিকারে পরিণত হয়। সুষম খাদ্যের অভাবে মানুষ অপুষ্টি জনিত দৌর্বল্যে ভুগতে থাকে। রুগ, অসুস্থ এবং অপুষ্ট লোকদের জন্য সুচিকিৎসার প্রয়োজন এবং সে চিকিৎসা সাধারণের জন্য সহজলভ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। চিকিৎসা, ঔষধ এবং পথ্যাদি সহজলভ্য না হ'লে ভুক্তভোগীদের দুর্ভোগ এবং অকাল মৃত্যু অবধারিত। এরপর মানুষ মাত্রেরই বস্ত্রের প্রয়োজন—প্রথমতঃ লজ্জা নিবারণের জন্য, দ্বিতীয়তঃ শীতের কষ্ট এবং রৌদ্রের তাপ থেকে দেহ রক্ষার জন্য, তৃতীয়তঃ শালীনতা রক্ষা এবং ব্যক্তির গুরুত্ব, সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের জন্য। মানুষের চতুর্থ প্রয়োজন হচ্ছে একটি নিরাপদ গৃহের যেখানে সে রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়ে মাথা গুজার এবং রাত্রে নিদ্রার জন্য শোয়ার মত স্থান পেতে পারে, যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন এবং পুত্র কন্যাদের নিয়ে একটা সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে। তার জন্য গৃহের এমন একটি শান্তি পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে সে শ্রান্তি অপনোদন এবং বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে, যে গৃহকে সে অপরের অধিকার ও অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত ও একান্ত ভাবে নিজস্ব ভাবতে সক্ষম হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারপর মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষা অর্জনের, যে শিক্ষা তাকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও যোগ্যতার বিকাশ এবং তাঁর চরিত্র এবং নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাবে। তার সর্বশেষ মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে নিজের এবং তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার নিরাপত্তা। তার গৃহ এবং আসবাব পত্রসমূহ যাতে ক'রে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত না হয় তার যথোচিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থারও প্রয়োজন। আর যদি হত্যা, ক্ষতি ও বিধ্বস্তি ঘটেই যায় তা হ'লে তার যথোপযুক্ত প্রতিকার লাভের সুযোগ থাকা চাই।

জীবনের এই ৬টি মৌলিক দাবী মিটানোর জন্য ব্যক্তির হাতে অর্থ প্রয়োজন, এমন অর্থ যার দ্বারা অন্ততঃ তার নিম্নতম দাবী সে মিটাতে সক্ষম হয়। শুধু ব্যক্তির হাতে অর্থ থাকলেই চলবে না, একের সঙ্গে অপরের ন্যায়ভিত্তিক আদান প্রদান ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সামাজিক নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান এর জন্য অপরিহার্য। অপর কথায় মানব জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সকলের শান্তি সমৃদ্ধির জন্য একটি পূর্ণ পরিণত ও সুনির্দিষ্ট জীবন বিধান একান্ত প্রয়োজন। উক্ত জীবন বিধানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে একটি অতীব গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। ইসলাম প্রচলিত অর্থে নিছক একটি ধর্মই নয়, উহা মানব জাতিকে প্রদান করেছে একটি জীবন ব্যবস্থা আর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে মানব জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পথ-নির্দেশ। আমরা এই পথ নির্দেশ সম্পর্কেই এই নিবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করব। তার আগে বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান জগতে দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, অপরটি সমাজবাদী ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যার পুঁজি আছে সে তার পুঁজিকে যেভাবে ইচ্ছা খাটাতে পারে। সে ইচ্ছা করলে তার ধন সম্পদ এবং উৎপাদন যখন ইচ্ছা সঞ্চয় এবং যতদিন ইচ্ছা জমা করে রাখতে পারে। সে তার খেয়াল খুশী মত জিনিসের দাম বাড়াতে পারে। নিজের লাভ এবং স্বার্থই হচ্ছে তাঁর চরম লক্ষ্য ও পরম উদ্দেশ্য।

অর্থ ও সম্পদের প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যাপারে পুঁজিপতি স্বাধীন। পুঁজিবাদী সরকার তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ খাটাবে না, সেই বরং সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে সরকারী নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে ধন ও সম্পদ দেশের অধিকতর চতুর ও ধুরন্ধর ব্যক্তি ও ভাগ্যবান শ্রেণীর নিকট পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ফলে ধনী অধিকতর ধনবানে পরিণত হয় এবং গরীব অধিকতর গরীবে রূপান্তরিত হয়। গরীবেরা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমদাসে পরিণত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বপ্রধান দেশ। সেখানে এবং উক্ত দেশের অনুসারী অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের কুফলে মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে—একদল শোষক অপর দল শোষিত। ক্ষুদ্রতর দলে দেখতে পাওয়া যায় দৌলতের জৌলুস, ঐশ্বর্যের সীমাহীন আড়ম্বর এবং সুখ সম্ভোগের সহস্র উপচার। অপর দিকে বৃহত্তর দল দেহের ঘাম পায়ে ফেলেও পেটের দাবী মিটাতে অক্ষম। দেশের এবং দুনিয়ার ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য ও বৈভব ক্ষুদ্র দলের পাদমূলে জড় হচ্ছে, আর বৃহত্তর দলটি অভাব, দারিদ্র এবং শাষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে জীবনের দুর্বহ বোঝা বয়ে চলেছে।

Contents

ব্যক্তি দেহে যে রক্ত রয়েছে সেই রক্ত সর্ব-শরীরে অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হলেই দেহটিকে সুস্থ বলা যেতে পারে। বেশীর ভাগ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যদি প্রয়োজনীয় রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং মাত্র কয়েকটি অঙ্গে যদি বেশী পরিমাণ রক্ত জমতে থাকে তা হলে সেই দেহের যে অবস্থা দাঁড়ায় ও পরিণতি ঘটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তেমনি অর্থের অসম ও বৈষম্যমূলক বণ্টনের ফলে পুঁজি-বাদী দেশের ঠিক তেমনি অবস্থা ও পরিণতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। অনেক সময় শোষিত ও বঞ্চিত লোকেরা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় এবং অজস্র রক্তপাতের পর সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

যুক্ত রাষ্ট্রের ন্যায় রাশিয়াও ছিল একটি পুঁজি-বাদী দেশ। বহু খুনের নহর প্রবাহিত করার পর সেখানে সমাজবাদী রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে. ইউরোপের আরও কতিপয় দেশ, এশিয়ায় মহাচীন এবং কতিপয় আরব রাষ্ট্রে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজবাদী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। পৃথিবীর আরও বহু দেশে সমাজতন্ত্রের জোর প্রচারণা চলছে এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্য এক দল লোক আদাজুন খেয়ে লেগেছে। ইন্দোনেশিয়ার নিকট অতীতে বহু রক্ত-পাতের পর বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। পাকি-স্তানে তার পাঁয়তারা চলছে।

সুতরাং সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মোটমুটি জানা এবং তার লাভালাভ ও সুফল কুফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের ক্ষয়ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা থেকে বৃহত্তর মানব সমাজকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করে তা বিপরীত প্রান্তিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। প্রথমতঃ সমাজবাদ স্রষ্টা এবং তার প্রেরিত নবী রসূল এবং স্রষ্টার নিকট জবাব-দিহীর দায়িত্ব অস্বীকার করে বসে। আজকের এই নিবন্ধে আমাদের অবশ্য তা আলোচ্য নয়। অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে পথ সমাজতন্ত্র অবলম্বন করে সেইটেই আমাদের বিবেচ্য। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন ক'রে দেশের সমস্ত ধন দৌলতের উপর সমগ্র সমাজের তথা সমাজের প্রতিভূ-রূপে সমাজবাদী সরকারের প্রভুত্ব কায়েম করে। মানুষ তার অর্থ ও সম্পদের উপর অধিকার হারিয়ে সমাজ তথা সরকারের শ্রম-দাসে পরিণত হয়। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়—নিজের সুখ সমৃদ্ধি এবং উন্নতি লাভের যে প্রেরণায় মানুষ তার দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সমাজবাদী ব্যবস্থা তার গোড়াটাই কর্তন করে দেয়।

সমাজবাদ বহু সাধ্যক পুঁজিপতিকে খতম ক'রে একটি সুবৃহৎ পুঁজিপতি সৃষ্টি করে। এই পুঁজিপতি হচ্ছে সমাজবাদী সরকার। এ সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু দল কর্তৃক, দলের প্রধান প্রকারান্তরে মহা ক্ষমতা-শালী স্বৈরতন্ত্রী ডিক্টটরে পরিণত হয়। সমগ্র-দেশ একটি সুবৃহৎ কারাগারের রূপ ধারণ করে। কারোর টুঁ শব্দটি করার উপায় থাকেনা, করতে গেলে তার জীবনের উপর বাজী রেখেই তা করতে হয়। সমাজবাদের প্রধান কথা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম আর এ সংগ্রাম হিংসাবিদ্বেষ ও প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে উদ্ভূত। সমাজবাদ ধনবৈষম্য দূর করতে গিয়ে কঠোর অধীনতার নাগপাশ এবং ব্যাপক অশান্তিই ডেকে এনেছে। মানবতার একান্ত কাম্য শান্তি এক দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

উপরোক্ত দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুকাবে-লায় আসুন আমরা এখন ইসলামের অর্থনৈতিক পথ নির্দেশ এবং তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বুঝবার চেষ্টা করি। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

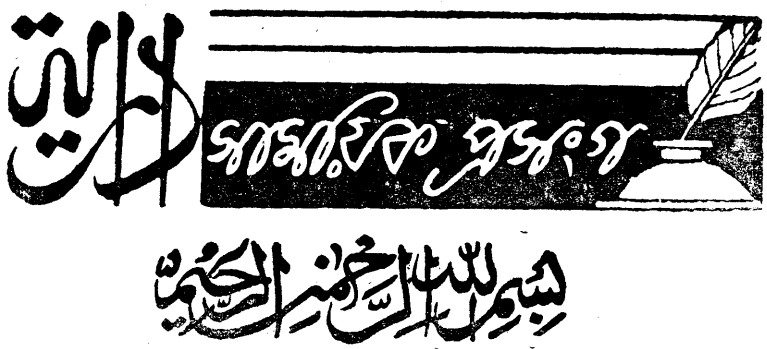

গৃহ দাংগা

বর্তমান নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার মীরপুর ও মুহাম্মাদপুর এলাকায় দুই দল মুসলিমের মধ্যে যে দাংগা ঘটিয়া গেল এবং যাহার ফলে বেশ কতিপয় মুসলিম নিহত ও সম্পদ সম্পত্তি বিনষ্ট হইল তাহা নানা কারণে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বেদনার প্রধান কারণ এই যে, ইহা দ্বারা এক বিরাট মুসলিম দলের ইসলামী ভাবধারা হইতে বিচ্যুতি এবং ইসলামী ভাবধারার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছে। কি শিক্ষিত, কি মূর্খ—সকল মুসলিমই নিশ্চিত জানে যে, মুসলিমের পক্ষে, শুধু মুসলিম কেন—যে কোন লোককে হত্যা করা হারাম। ইহার কেবলমাত্র দুইটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে। একটি ব্যতিক্রম এই যে, ইসলামী বিধানমতে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী কোন অপকর্ম যদি কেহ করে তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের নির্দেশক্রমে শাসন কর্তৃপক্ষ তাহার প্রাণ বধ করিতে পারিবে ইসলামে কোন ব্যক্তিবিশেষকে ব্যক্তিগতভাবে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রকার দণ্ড দেওয়াকেই বর্তমান পরিভাষায় 'নিজের হাতে আইন গ্রহণ করা' বলে, আর নিজ হাতে আইন গ্রহণ ইসলামী শারী'আত মতে মারাত্মক অন্যায় অপকর্ম, বাগাওত ও বিদ্রোহের শামিল।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এই যে, কেহ যদি নিজ জীবন নাশের অথবা নিজ পরিবারের জীবন নাশের বাস্তব আশংকা করে তবে সে তাহার নিজ জীবন বা নিজ পরিবার পরিজনের কাহারও জীবন বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীকে হত্যা করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রাণ নাশের আশংকা যথার্থ হইতে হইবে এবং সে সম্পর্কে এমন অবস্থা হইতে হইবে যাহাতে প্রাণনাশের প্রবল ধারণা জন্মে। কেবলমাত্র প্রাণনাশের আশংকার অবাস্তব খেয়ালই আততায়ীকে হত্যা করার বৈধতার জন্য যথেষ্ট হইবে না। হাঁ, সে ক্ষেত্রে তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহাকে মারপিট, বশম করা যাইতে পারে—কিন্তু হত্যা করা চলিবে না। অনুরূপভাবে আততায়ী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে তাহাকেও হত্যা করা চলিবে না। একমাত্র প্রাণ বিনাশের প্রবল ধারণা জন্মিলেই আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে হত্যা করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া কেহই কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে হত্যা করিতে পারিবে না।

মুসলিম হত্যার শাস্তি

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যে কেহ কোন মুমিনকে ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করে তাহার প্রতিদান হইতেছে জাহান্নাম, সে সেখানে দীর্ঘ কাল ধরিয়া অবস্থান করিবে। আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তাহাকে লা'নাত করেন এবং তাহার জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।"—সূরাহ আন্‌নিসা : ৯৩ আয়াত।

অতএব মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে সখ্যতা, ভ্রাতৃত্ব আন্তরিকতা দৃঢ়-ভাবে কায়িম থাকে তজ্জন্য আমাদের সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা এবং সর্বত্র শান্তি-সুংখলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রামাযানের সিয়াম পালন

রোযা ফরয করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যাহাতে যাবতীয় অধর্ম হইতে নিজেদেরে রক্ষা করিতে পার।"

পাপ কাজের উৎস মোটামুটিভাবে তিনটি। (এক) মস্তিষ্ক, অন্তর বা চিন্তা, (দুই) জিহ্বা বা কথা ও (তিন) কর্ম। এই তিনটি উৎস হইতে উদ্ভূত সকল পাপ হইতে পাক সাফ ও ধোলাই করাই হইতেছে সিয়ামের উদ্দেশ্য। আর দিবাভাগে পানাহারাদি বর্জন এবং রাত্রিতে একান্ত মনে আল্লাহের ইবাদাত সম্পাদন ইত্যাদি হইতেছে উহা হাসিল করার পন্থা, ব্যবস্থা ও উপায়বিশেষ। পাকস্থলীর শূণ্যতা শরীরকে দুর্বল করে কিন্তু চিন্তাশক্তিকে সতেজ করে। কাজেই এই মাসে সর্বপ্রথম অসৎ চিন্তা, ধর্মগর্হিত অসঅসা হইতে অন্তরকে পবিত্র করিতে হইবে এবং সেখানে ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী ভাবধারার বীজ রোপণ করিতে হইবে। দীর্ঘ এক মাস ধরিয়া যদি এইভাবে অন্তর ভূমিতে ইসলামী চিন্তাধারার চাষ করা হয় তাহা হইলে আশা করা যায় যে, অন্তরে উহার শিকড় বদ্ধমূল হইবে এবং উহা সহজে উৎপাটিত হইবার আশংকা থাকিবে না। ইসলামী আকায়িদ ও বিশ্বাস ব্যাপারে যে শিথিলতা বা যে দুর্বলতা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া ঈমানকে পাকা পোখত করিবার জন্য আমাদিগকে সারা মাস ধরিয়া সাধনা চালাইতে হইবে; দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমাইবার ও আখিরাতের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে এই মাসে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইসলামের প্রধান অঙ্গ হইতেছে ঈমান। এই ঈমানকে আমাদের যথাসম্ভব দৃঢ় ও সবল করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

পাপের দ্বিতীয় উৎস হইতেছে 'জিহ্বা'। এই জিহ্বাকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে 'মশ্‌ক' করিতে হইবে। রামাযানের সারা মাস ধরিয়া আমাদিগকে এই সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে হইবে যে, কোন প্রকার উত্তেজনাতেই আমরা উত্তেজিত হইয়া অন্যায় কথা বলিব না। সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে যে, কাহারও গীবাত চুকলি এই পবিত্র মাসে করিব না। কোন বদ কথা উচ্চারণ করিব না। মিথ্যা বলিব না। এইগুলির কোন একটি ঘটিয়া বসিলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে তাওবা করিয়া আবার নূতনভাবে ওয়াদা করিতে হইবে যে, 'যাহা হইবার ছিল তাহা হইয়া গেল। ইন্‌শা আল্লাহ এমনটি আর হইতে দিব না।' রামাযান মাসে প্রত্যহ যত বার ভুল ত্রুটি হইবে তত বার নূতন করিয়া আবার নিজের সাথে ঐগুলি হইতে বিরত থাকিবার ওয়াদা করিতে হইবে। অনুরূপভাবে সত্য ও ন্যায় কথা বলিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। কুরআন মাজীদ তিলাওত, যিক্‌র ও দু'আতে লিপ্ত থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। ফলে গীবাত, মিথ্যা ও অন্যায় কথা বলার সময়ও কম হইবে এবং তাহাতে জিহ্বার সংযত হওয়ার সুযোগও বেশী হইবে।

পাপের তৃতীয় উৎস হইতেছে শরীরের অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এইগুলির পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইবাদাতে বিশেষভাবে ও মনোযোগ সহকারে মশগুল থাকিতে হইবে। রাত্রি জাগিয়া অপর মাসের তুলনায় অধিক ইবাদাত করিতে হইবে। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন পাপ করিবার মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকিবে এবং এই ভাবে উহাদের পাপ হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থাও সুগম হইবে।

ফল কথা, রামাযানের মাসটি এমনভাবে কাটাইতে হইবে যে, রামাযান মাসের শেষে আমাদের প্রত্যেকে যেন ইসলামী মনুষ্যত্বের এক একটা বাস্তব নমুনা ও প্রতিকৃতির রূপ গ্রহণ করিতে পারি।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যটি যাহাতে যথাযথভাবে হাসিল হয় সেইজন্য কুড়ি দিন সিয়াম সাধনার পরে বাকী দশ দিনের জন্য ই'তিকাফ করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। মুমিন মুসলিম কুড়ি দিন ধরিয়া কৃচ্ছ্র সাধনার শেষে এমন এক ধাপে উন্নীত হয় যখন আল্লাহের সান্নিধ্য তাহার নিকটবর্তী হইয়া আসে এবং তাই সে তখন বাড়ী-ঘর স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহের ঘরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। ই'তিকাফের প্রতি যাহার

www.ahlehadeethbd.org

আগ্রহ হয় না আমার মতে তাহার রামাযানের সাধনা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে। ই'তিকাফ সুন্নাত—ফরয তো নয়, এই কথা বলিয়া ই'তিকাফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা আমার মতে ভাল নয়? কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাই কি উহার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট নয় তাই আমরা বলিতে চাই রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা যাঁহার পক্ষেই বিশেষ অসুবিধাজনক না হয় তিনিই যেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই সুন্নাত পালনে পশ্চাৎপদ না হন। ই'তিকাফের মধ্যে রহিয়াছে রামাযানের সিয়াম সাধনার চরম ও পরম পরিপূর্ণতা। এই মাসে যতদূর সম্ভব হয় বেশী করিয়া দান খয়রাত করিতে হইবে। রামাযানের সিয়াম ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস পেশ করিতেছি।

সালমান আল্ ফারসী রাঃ বলেন, কোন এক শা'বান মাসের শেষ তারীখে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের সামনে একটি ভাষণ দেন। এই বলিয়া সালমান আল্ ফারসী ঐ ভাষণটি বিবৃত করেন। ঐ ভাষণে একটি কথা এই ছিল যে, রামাযান মাস ছাড়া অপর মাসে কোন ফরয কাজ করিলে যে সওাব হয় অনুরূপ নফল কাজ এই মাসে করিলে সেইরূপ সওাব হয়। আর রামাযান মাসে ফরয সম্পাদন করার সওাব অপর মাসে ফরয আদায়ের সওাবের সত্তুর গুণ দেওয়া হয়।

আবু হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি (সিয়াম পালন অবস্থায়) মিথ্যা বলা ও মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করা পরিত্যাগ করে না তাহার পানাহার ত্যাগে আল্লাহের কোন প্রয়োজন নাই অর্থাৎ তাহার সিয়াম পালন ব্যর্থ ও বিফল।"—বুখারী, সুনান চতুষ্টয় ইত্যাদি।

আবু হুরাইরাহ রাঃ আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "এমন বহু সিয়াম পালনকারী আছে যাহাদের সিয়ামে পিপাসাই সার হইয়া থাকে; তাহা ছাড়া সে আর কিছুই ফায়দা লাভ করেনা এবং এমন বহু তাহজ্জুদ আদায়কারী আছে যাহাদের ঐ তাহাজ্জুদ আদায়ে রাত্রি জাগরণই সার হইয়া থাকে। রাত্রি জাগরণ ছাড়া সে আর কোনই ফল লাভ করে না।"—দারিমী।

'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রামাযান মাসের শেষ দশ দিন পূর্ণোদ্যমে ইবাদাত করিতেন, নিজে রাত্রি জাগিতেন এবং পরিবারের লোকদিগকেও জাগাইয়া রাখিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ইব্নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্বদাই লোকদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দাতা ছিলেন। তিনি অপর মাসে যেরূপ দান করিতেন তাহার তুলনায় রামাযান মাসে বহু বেশী দান খয়রাত করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (যখন হইতে) রামাযান মাসের শেষ দশ দিন 'ইতিকাফ করিতে থাকেন (তখন হইতে) যখন আল্লাহ তাঁহাকে অফাত দেন তখন পর্যন্ত (তিনি ই'তিকাফ করিতে থাকেন), অর্থাৎ ই'তিকাফ আরম্ভ করিবার পরে তিনি কোন বৎসরই উহা ছাড়েন নাই। তারপর তাঁহার বিবিগণ ই'তিকাফ করিতে থাকেন।—বুখারী ও মুসলিম।

তথাকথিত পীর, মওলানা ও মুফ্তী

এককালে পীর সাহেবানের লোকদের উপর অত্যন্ত প্রভাব ছিল। এখনও পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে পীরের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। ন্যায়তঃ পীর বলিয়া এইরূপ জ্ঞানী ও গুণী আলিমকে বুঝানো হইত যিনি লোকদেরে ধর্মীয় ব্যাপারে হিদায়াত করিয়া আখিরাতে নাজাতের পথে পরিচালনা করিতেন। কিন্তু বর্তমানে পীর ও মুরীদ উভয়েই এই ব্যাপারে ভুল পথে চলিতেছেন। 'অমুক পীর সাহেব অত্যন্ত কামিল লোক। তাঁহার দু'আতে সব কিছু সম্ভব' এই মনোভাব লইয়া লোকে মুরীদ হয় এবং পীর সাহেবও আল্লাহ তা'আলার 'এজেন্ট' সাজিয়া মুরীদ করেন। বর্তমানের পীরেরা প্রায় সকলেই দুনয়ার জন্য পীর এবং মুরীদেরাও প্রায় সকলেই দুনয়ার জন্য মুরীদ হইয়া থাকে। মুরীদের যাহাতে চাকরীতে উন্নতি হয়, ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হয়, মোক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মকদ্দমায় জয়লাভ হয়, চাকরীর স্থানান্তর বাতিল হয়— এই সবের জন্য মুরীদ পীরকে দু'আ করিবার জন্য ফরমাইশ করে আর ঐ ফরমাইশ যদি পূর্ণ না হয় তাহা হইলে পীরের প্রতি তাহারা আস্থা হারাইয়া ফেলে। পীর সাহেবই বা কম কিসে? তিনি তাঁর মুরীদদেরে হুকুম করেন অমুককে ভোট দাও, অমুক কাজ কর, তোমার ভাল হইবে, ইত্যাদি। বর্তমানে পীরি মুরীদির অবস্থা এই।

তারপর এই পীরগিরী মীরাসী করিয়া ফেলার কারণে অধিকাংশ পীরই পীরের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। এখন পীর হওয়ার জন্য কাহারও পক্ষে আলিম হওয়া অপরিহার্য নয়। অতএব কোন্ পীর সাহেব কি বলেন তাহার প্রতি মোটেই কান দেওয়া উচিত নয়।

তারপর 'মাওলানা' পদবীর কথা। লোকে ভাবে কেহ বড় মৌলবী হইলেই তাঁহাকে মাওলানা বলা হয়। লোকের ধারণামতে ইহা ঠিকই বটে। কারণ সাধারণ লোকে বড়-ছোট মৌলবী বিচার করিয়া থাকে বক্তৃতার তোড় জোড় দেখিয়া—ইলমের কম বেশী বিচার করা তাহাদের নাগালের বাহিরে। কোন্ আলিমের ইল্ম কত খানি তাহা কেবলমাত্র আলিমরাই বিচার করিতে পারেন। মূল্যবান পাথর ও নগণ্য কাঁচের মধ্যে তারতম্য করিতে পারে একমাত্র মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়ীরাই। এখন সাধারণের নিকট মাওলানার অর্থ দাঁড়াইয়াছে demagogue বা গণবক্তা ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী। 'মাওলানা' মোহাম্মদ আলী শওকাত আলীর সময় হইতে এইভাবে 'মাওলানা'র অপব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং সেই সুবাদেই বর্তমানে অনেক নেতাই ইল্মের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, 'মাওলানা' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, 'পীর' ও 'মাওলানা' **হইবার জন্য এখন আর 'আলিম হইবার প্রয়োজন হয় না।**

'মুফ্তী' সম্পর্কেও প্রায় ঐ একই কথা। গভীর জ্ঞানচর্চা ও অক্লান্ত সাধনার ফলেই একজন আলিমের পক্ষে মুফতী হওয়া সম্ভব। 'মুফ্তী' পদবাচ্য হওয়ার অধিকার লাভ সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই দুর্লভ 'মুফ্তী'ও আজ অত্যন্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছে।

আজকাল পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলিলেই অনেক 'পীর', 'মাওলানা' এবং 'মুফতীর' খবর পাওয়া যায়। ঘোলা পানিতে শিকার ধরিতে গিয়া ইহারা বেশ নাম কিনিয়া ফেলিতেছেন। পীর, আলিম এবং মুফতীর জীবন সাধনা ও কর্মবৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া ইহারা রাজনৈতিক আসরে গরম গরম বক্তৃতা হাঁকিয়া, পত্রিকায় লম্বা লম্বা বিবৃতি ঝাড়িয়া এবং একের বিরুদ্ধে অপরে কাদা ছুড়াছুড়ি করিয়া, এমনকি যাহাকে খুশী কাফির ফাতওা দিয়া নিজেরা হাস্যাস্পদ হইতেছেন এবং 'পীর' 'মাওলানা' ও 'মুফ্তী' এর নামে মানুষের মনে যে শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হইত তাহা অপসারিত করার কাজ আঞ্জাম দিয়া চলিয়াছেন। এই ধরণের 'পীর' 'মাওলানা' এবং 'মুফতী' আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থ বিকাইয়া দিতে পারেন। সুতরাং জনসাধারণের ইহাদের মোহ হইতে মুক্ত হওয়ার এবং ইহাদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকার একান্ত প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা বগুড়া

মে, মাস

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী

১। মোহাঃ রহিমউদ্দীন প্রাং সাং রামপুর উত্তর পাড়া পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ২৲ কুরবানী ৪৲ ২। মোহাঃ রিয়াজউদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৩। হাজী মুন্সী মোহাঃ আব্বাছ আলী মণ্ডল সাং ফুলকোট কুরবানী ১০৲ ৪। নগর পলিপলাস জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ ইলামুদ্দীন সাং ও পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৫৬৲ কুরবানী ৩১৲ ৫। মোহাঃ দবিরুল ইসলাম সাং পার ভবানীপুর পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ৫৲ ৬। ডাঃ মোহাঃ মছল উদ্দীন প্রামানিক ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাফী সাং নগর কান্দি পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲ ৮। মোহাঃ ইলাম উদ্দীন দেওয়ান সাং নগর ঘুনপাড়া পোঃ ঐ কুরবানী ৮৲ ৯। মোহাঃ রিয়াজউদ্দীন মণ্ডল সাং চক সেকান্দর ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ এলাহী বখশ সরকার সাং গোড়দহ পোঃ গাবতলী কুরবানী ২৲ ১১। মোহাঃ আবদুর-রহমান সাং সারটিয়া পোঃ মারিয়া ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৩৲ ১২। আলহাজ মোহাঃ নবিরউদ্দীন ফকির সাং গুড়টপ পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ১০৲ ১৩। আলহাজ ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচারপড়া পোঃ ভেলুরপাড়া এককালীন ৫৲ ১৪। মোহাঃ এরফান আলী মণ্ডল সাং দড়িহাসরাজ পোঃ হরিখালী কুরবানী ১০৲ ১৫। তেকানী চুকাই নগর ইলাকা জমঈয়ত হইতে মারফত সেক্রেটারী মৌঃ মোহাঃ যবেদ আলী কুরবানী ৪০৲ ১৬। মুন্সী মোহাঃ ইফাজ উদ্দীন সাং শিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া এককালীন ১৲ ১৭। ডাঃ মোহাঃ মিজানুর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৮। মোহাঃ রহিম উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ১৯। হাজী মোহাঃ সৈয়দ আলী সাং আচারের পাড়া পোঃ হুয়াকুয়া কুরবানী ৮৲।

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ এমদাদুর রহমান সাং তরফ সরতাজ পোঃ গাবতলী

২০। মোঃ মুস্তাফিযুর রহমান মণ্ডল সাং ছাইহাটা পোঃ জোড়গাছা ফিৎরা ১২৲ কুরবানী ৫৲ ২১। মৌঃ মোহাঃ মুকাব্বার হোসেন সাং চক ধলাই পোঃ বগুড়া ফিৎরা ৭৲ কুরবানী ৩৲ ২২। মারফত মৌঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় মোট ১২৯'২৫

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

২৩। মোহাঃ মুজাম্মেল হক ২য় শিক্ষক বানিয়াপাড়া মাদরাসা কুরবানী ৫৲ ২৪। মোহাঃ মুমতাজুর রহমান, মুমতাজ ডাচ রিপিয়ারিং থানা রোড কুরবানী ৪'১০।

যিলা রংপুর

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী

১। মোঃ হাকীম উল্লাহ মণ্ডল জুমারবাড়ী বন্দর কুরবানী ১০৲ ২। বসন্তের পাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ তসলিম উদ্দিন পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ১০৲ ৩। আলহাজ মোহাঃ ইউসুফুদ্দিন সাং বাঙ্গাবাড়ী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ হাসান আলী সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর কুরবানী ১০৲ ৫। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জহির উদ্দিন সরকার ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ৬। মৌঃ মোহাঃ রইহউদ্দিন আখন্দ সাং জগদিশপুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫০৲ কুরবানী ৪০৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ সাং চন্দনপাট পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ৫৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ খেতাব উদ্দিন বসুনিয়া সাং খামার মনিরাম পোঃ বামনডাঙ্গা এককালীন ৫৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুল জব্বার সাহেব, মহিমাগঞ্জ

৯। বনগ্রাম জামাত হইতে মোহাঃ বছির উদ্দিন পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ২০৲ ১০। মোহাঃ এসহাক আলী মণ্ডল সাং গোপালপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০৲ ১১। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন সাং বাজিতপুর পোঃ চাঁদপাড়া যাকাত ৫৲ ১২। সিংজানী জামাত হইতে মৌঃ মোহাম্মদ আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৩৬৲ ১৩। কোচাদহ জামাত হইতে আয়েজউদ্দিন সরদার পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ১৪। বালুয়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৬০৲ ১৫। জগদিশপুর দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ মিয়ানতুল্লাহ পোঃ কোচাশহর কুরবানী ৪৲ ১৬। গোপালপুর জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক প্রধান পোঃ কোচাশহর কুরবানী ৫৲ ১৭। পন্থামারী জামাত হইতে মোহাঃ নূরুল ইসলাম পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১০৲ ১৮। ছয়ঘরিয়া জামাত হইতে মারফত এফাজউদ্দিন আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৩৲ ১৯। শাখাহাটী বালুয়া জামাত হইতে মারফত মওঃ শাফাতুল্লাহ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২০ ২০। জীবনপুর জামাত হইতে মোহাঃ আজিমুদ্দিন শাহ ফকির পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২৪৲ ২১। খড়িয়াবাদা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ কেরামত আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৬০৲

আদায় মারফত মওলানা ফযলুল বারী সেক্রেটারী রংপুর জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস

২২। মৌভাসা জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ২৩। রংপুর টাউন আহলে হাদীস জামাত হইতে কুরবানী ৭০৲।

আদায় মারফত মৌলবী মোহাম্মদ রহিম বখশ সরদার সাং মতর পাড়া পোঃ শাখাটা

২৪। মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ আখন্দ কোচুয়া দক্ষিণ পাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৩৲ ২৫। মোহাঃ কায়েম আলী সাং আমনগর পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২'৫০ ২৬। মোহাঃ পরশউল্লাহ আখন্দ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪৲ ২৭। মোহাঃ কেরাম আলী আখন্দ সাং রামনগর ফিৎরা ২৲ কুরবানী '৫০ ২৮। মোহাঃ মাখন পণ্ডিত সাং কোচুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২৲ ২৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সুবহান সরদার ঠিকানা ঐ কুরবানী ৮৲ ৩০। মোহাঃ বাচ্চা মিঞা ফকির সং শিমল ভাইর পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ১৲ ৩১। মোহাঃ আসির উল্লাহ ফকির ঠিকানা ঐ কুরবানী ১০৲ ৩২। মোহাঃ বসরত উল্লাহ প্রধান সাং বাটী পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ মঈন উদ্দীন সরকার সাং অনন্তপুর পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ৪৲ ৩৪। মোহাঃ দস্তিকুল্লা বেপারী সাং হেলেঞ্চা পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ৩৫। মুন্সী মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ সাং রাঘবপুর পশ্চিমপাড়া কুরবানী ৩৲ ৩৬। মৌঃ যাবেদ আলী সাং ময়মন্তপুর কুরবানী ৫৲ ৩৭। আবদুস সুবহান আখন্দ সাং পাঠানপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৮৲ ৩৮। মোহাঃ আবদুল করীম সরদার সাং উল্লাপাড়া পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ৩৯। মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন মাষ্টার সাং অনন্তপুর কুরবানী ৩৲ ৪।০ মোহাঃ শফাকতুল্লাহ প্রধান সাং বাটী পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ৫৲ ৪১। মোহাঃ নূরুল হোসেন কাযী সাং যাদুর ভাইর পোঃ শাখাটা কুরবানী ৪৲ ৪২। নওয়াব আলী আহমদ মতরপাড়া পোঃ শাখাটা কুরবানী ১০৲ ৪৩। হাজী মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ বেপারী সাং তেলিয়ান পোঃ বোনারপাড়া কুরবানী ২৲ ৪৪। মুন্শী মোহাম্মদ আলী খলিফা সাং অনন্তপুর পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ৪৫। মোহাঃ মছির উদ্দিন আখন্দ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাং কালাপানী দক্ষিণ পাড়া পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৪৬। আবদুল বাকী মোল্লা সাং তেলিয়ান পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ৪৭। মোহাঃ সাঈদুদ্দিন চৌধুরী সাং ষাতুরতাইর ও আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল মনুরপাড়া ১নং মসজিদ পোঃ শাঘাটা কুরবানী ২২৲ ৪৮। আবদুল হামীদ মাষ্টার সাং ধানঘরা পোঃ শাঘাটা কুরবানী ৫৲

আদায় মারফত মওঃ আবদুল্লাহেল মান্নান
সাং ভীম শহর পোঃ বাগদুয়ার

৪৯। মোহাঃ আযিযুর রহমান মিঞা সাং প্রাণনাথপুর পোঃ বাগদুয়ার কুরবানী ১৲ ৫০। মোহাঃ তৈয়ব উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৫১। মোহাঃ ময়েজ উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৫২। মোহাঃ নাসির উদ্দীন শেখ সাং হরিপুর কুরবানী ৫৲ ৫৩। মোহাঃ আবদুস সুবহান শেখ ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৫৪। মোহাঃ আবদুল কাদের সাং হরিপুর কুরবানী ১৲ ৫৫। মোহাঃ আবদুর রহমান মণ্ডল সাং ভীম শহর কুরবানী ২৲ ৫৬। শমসের উদ্দীন আহমদ সাং প্রাণনাথপুর এককালীন ১৲ ৫৭। মোহাঃ মুবারক আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৫৮। মোহাঃ সুজাউদ্দীন মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৫৯। ইমাম সাহেব কারিয়া জামাত হইতে ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ৬০। মিয়া মহসেন আলী ইমাম কাবাতীপুর কুরবানী ৪৲ ৬১। শাহজাদপুর জামাত হইতে কুরবানী ৪'১০ ৬২। মোহাঃ জামাল উদ্দিন মণ্ডল প্রাণনাথপুর কুরবানী ১৲।

আদায় মারফত ডাঃ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী
তুলসীঘাট

৬৩। মোহাঃ সৈয়দুদ্দীন সরকার সাং ভগবানপুর মসজিদ ফিৎরা ৭৲ ৬৪। মোহাঃ নজরুর রহমান মণ্ডল সাং রাজনগর ফিৎরা ২৫৲ ৬৫। আবদুল জলিল সরকার শ্যামপুর ফিৎরা ৫৲ ৬৬। মোহাঃ আদল উদ্দিন সরকার সাং রঘুনাথপুর পূর্বপাড়া ফিৎরা ১০৲ ৬৭। আবদুল রফিক মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৬৮। মোঃ এসহাক আলী মণ্ডল ফিৎরা ২৲ ৬৯। মোহাঃ আলিম উদ্দীন সরকার সাং মুরারীপুর ফিৎরা ১০৲ ৭০। আবদুল হামিদ মিঞা সাং রঘুনাথপুর ফিৎরা ৪৲ ৭১। আবদুস সালাম সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৭২। আবদুল কাফী মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর ফিৎরা ৩০৲ ৭৩। মোহাম্মদ সৈয়দুদ্দিন সরকার সাং ভবানীপুর ফিৎরা ১০৲ ৭৪। মোহাঃ আবুল কালাম আজাদ শ্যামপুর ফিৎরা ১৲ ৭৫। মোহাঃ নজরুর রহমান মণ্ডল সাং নগর ফিৎরা ১৫৲ ৭৬। মোহাঃ মজিবুল হক মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর ফিৎরা ২১৲ ৭৭। আবদুস গণী মণ্ডল সাং রঘুনাথপুর মণ্ডল পাড়া ফিৎরা ১০৲ ৭৮। ডাঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী বড় দুর্গাপুর ফিৎরা ৮৫৲ ৭৯। আবদুর রাজ্জাক সরকার সাং বড় মহানন্দপুর ফিৎরা ২৩'৭৫ ৮০। মোহাঃ ফারাজ উদ্দিন প্রধান আরিফ খান মসজিদ দক্ষিণ পাড়া ফিৎরা ৮৲ ৮১। আবদুর রউফ সরকার সাং রঘুনাথপুর সরদার পাড়া ফিৎরা ৪৲ ৮২। মোহাম্মদ সৈয়দুদ্দিন সরকার সাং ভগবানপুর ফিৎরা ৭৲ ৮৩। মোহাঃ নজলার রহমান মণ্ডল সাং মনোহরপুর ফিৎরা ২০৲ ৮৪। মোহাঃ মহির উদ্দিন প্রধান সাং মনোহরপুর ফিৎরা ১০৲ ৮৫। ডাঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী বড় দুর্গাপুর ফিৎরা ৫৲ ৮৬। আবদুল বারী আখন্দ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২০৲।

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৮৭। হাজী মোহাঃ ষছিমউদ্দিন সাং ছয়ঘরিয়া পোঃ কোচাশহর কুরবানী ১০৲

যিলা দিনাজপুর

অফিসে প্রাপ্ত

১। মুন্শী মোঃ মুজাম্মেল হক সাং ডাঙ্গাপাড়া ফিৎরা ৫৲

যিলা খুলনা

১। খুলনা-যশোর যিলা জমঈয়তে আহলেহাদীস মোট ১০০০৲।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

[মাসিক]

পঞ্চদশ বর্ষ—হিজরী ১৩৮৮—৮৯, ইং ১৯৬৮—৬৯, বাংলা ১৩৭৫—৭৬
সম্পাদক—শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি

[বর্ণানুক্রমিক]

বর্ষসূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অ		
১। অমর কবি হাফেজ	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	১৩৫
আ		
২। আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজুমা	আকবর আলী, সংকলন : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩, ৯৩, ২৩২, ২৭৬, ৩১৭
৩। আমি ইসলামের খাদেম (কবিতা)	মোজাম্মেল হক বি, কম	৭৬
৪। আরবী খোৎবার বঙ্গানুবাদ	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৩
৫। আরাবী সংখ্যা লিখন	শাইল আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৫৩৪
৬। আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসেন দেহলভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী	১১৮, ১৭১, ২০৬, ২৬১, ৩১২
ই		
৭। ইসলাম—মানব কল্যাণ ধর্ম	শাইখ আবদুর রহীম	৪৭৫
৮। ইসলামে পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম—হজ্ব	মরহুম মওলানা বাবর আলী	২২৫, ২৫০, ৪৭৫
৯। ইবনে রুশদ	মরহুম আল্লামা মুহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী	৩৭১, ৪১৭, ৪৭৯, ৫২৮
১০। ইসতিগফার ও তওবা	মোহাম্মাদ আসীর সিদ্দীকী	৫৮৫
১১। ইসলামের অর্থনৈতিক পথনির্দেশ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৯৯
উ		
১২। উম্মু সুলাইম বিন্‌তু মিলহান	অধ্যাপক মুজীবুর রহমান	১৬৭, ২১৩
এ		
১৩। একটি চিঠি	মাহবুবা হক	৩৯০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক

১৪।	কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্ম আবদুছ ছামাদ	৩৮, ৮৯
১৫।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তাফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি টি	৭, ৫৩, ১০৫, ১৫৭ ১৯৩, ২৪৫, ২৯৭, ৩৩৯, ৪০১, ৪৫৩, ৫০৫, ও ৫৫৭
১৬।	কুরআনে চাঁদ	শাইখ আবদুর রহীম	৪৯০, ৫৮৯
১৭।	কুরবানী	মুহাম্মদ আবদুর রকীব	২২৩

চ

১৮।	চন্দ্রে মানবের অবতরণ কি সম্ভব ?	আবু ওবায়েদ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নদবী	৫৯১

জ

১৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৯, ১৯০, ২৪০, ২৯৫, ৩৪৫, ৩৯৩, ৪৯৮, ৬৪৯ ও ৬০৬
২০।	'জাল নাবী'	অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	৩২৪, ৪২২, ৪৮২
২১।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৯৮

ড

২২।	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৪১, ৪৮৫ ও ৫২৫

ত

২৩।	তাসাওউফ ও তার পাক ভারতীয় অধ্যায়	শাইখ আব র রহীম এম, এ, বি, এল, বি টি	৮২, ১৪৭
২৪।	তিতু মীরের জীবনাদর্শ ও তার জীবনের শেষ অধ্যায়	ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দীকী ডি ফিল অনুসন্ধান বিশারদ	১৭৭ ২১

দ

২৫।	দুই রাহা (কবিতা)	মুফাখখারুল ইসলাম	১৫

প

২৬।	পঞ্চদশ বর্ষের সূচনায় আরবী খোৎবা	মওলানা আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১

ন

২৭।	নয়া শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে	ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল	৪১৯

ব

২৮।	বঙ্গ-আসাম প্রথম আরবী সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	২১
২৯।	বিশ্ব মানবতার দিকদিশারী মহানবী (দঃ)	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩১৫
৩০।	বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ নমুনা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৩২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

	ম		
৩১।	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সংক্ষিপ্ত জীবন কথা)	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৪২
৩২।	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী স্মরণে	মুসাঃ আবদুর রহমান	৩৪০
৩৩।	মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব	মূল : এ, কে, ব্রোহী অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান	১৭, ৭৭, ১৫১, ১৮২, ২১১
৩৪।	মুক্তির বার্তাবাহক বিশ্বনবী মোস্তফা (দঃ)	মরহুম আল্লামা মুঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	৩৩৬
৩৫।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	১১, ৬১, ১১৩, ১৬১, ১৯৭, ২৫৩, ৩০৫, ৩৫৫, ৪০১, ৪৫৭, ৫১৩ ও ৫৬২
৩৬।	মাহে রামাযানুল মুবারক	আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহেল বাকী	৫৯৭
	র		
৩৭।	রমযানের সিয়াম সাধনা	অধ্যাপক মোহাঃ মুজীবুর রহমান	১৪৪
৩৮।	রামাযান সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস	অনুবাদ : আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী	৫৯৪
	স		
৩৯।	সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা	এ, এফ, এম, আবদুল হক ফরিদী অনুবাদ : মুহাঃ আবদুর রহমান	৫৩৬, ৫৭৩
৩০।	সমাজ সংস্কারই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য	এ, টি, সাদী, এডভোকেট	২৮৪
৪১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৬, ১০৩, ১৫৩, ১৮৭, ২৩৬, ২৮৯, ৩৪২, ৩৯১, ৪৪৯, ৪৯৪, ৫৪৪ ও ৬০২
৪২।	সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী !	মরহুম আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহিল বাকী	৩৬৫, ৪৩০
৪৩।	সুন্নত বনাম বিদআত	মোহাঃ আবদুছ ছামাদ	১২১
	হ		
৪৪।	হাদীস এবং বিশ্বাসীর জীবনে ইহার স্থান	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বি টি	৩৮০
৪৫।	হিন্দু ধর্মে নারী	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৬৯, ১৪০, ১৬৮

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত

এবং

আরাফাত-সম্পাদক কর্তৃক

অনূদিত

সোশিয়ালিজম

ও

ইসলাম

মূল্য ঃ '৫০

পবিত্র রমযানে '৪০

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাব-

লিশিং হাউস

৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড,

ঢাকা—২

হজ্জযাত্রীদের খেদমতে—

আপনি নিশ্চয় সুন্নত মুতাবিক

হজ্জব্রত পালন করিতে চান

আপনাকে এই ব্যাপারে সহায়তা

করার জন্যই বাহির হইয়াছে

হজ্জের সঠিক নিয়ম কানূন

ও

দোওয়া দরুদ সম্বলিত

আমলে হজ্জ

হাদীয়া ঃ ১'২৫

পবিত্র রমযানে ১'০০

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাব-

লিশিং হাউস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড,

ঢাকা—২

তর্জুমানুল হাদীস

দুষ্প্রাপ্য পুরাতন কপি

২য় বর্ষ ঃ ৩য় হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত মোট ১০ সংখ্যা প্রতি সংখ্যা '৫০

৩য় বর্ষ ঃ ১ম ,, ৪র্থ ,, ,, ,, ৪ ,, ,, ,, '৫০

৪র্থ বর্ষ ঃ ১ম ,, ৫ম ,, ,, ,, ৫ ,, , ,, '৫০

৫ম বর্ষ ঃ ৯ম ,, ১১শ ,, ,, ,, ৩ ,, ,, ,, '৫০

৮ম বর্ষ ঃ ২য় ,, ১২শ ,, ,, ,, ১১ ,, ,, ,, '৫০

তর্জুমানুল হাদীস

৯ম বর্ষ হইতে ১৫শ বর্ষ পর্যন্ত

বিরাট কন্‌সেশন অপূর্ব সুযোগ

১০ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা বাদ সমস্ত সংখ্যাই পাওয়া যাইবে

প্রতি সংখ্যা '৫০ পয়সার স্থলে মাত্র '২৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান ঃ ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক 'আরাফাত'

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ টাকা

ষান্মাষিক চাঁদা ঃ ৪'৫০ ,,

প্রতি সংখ্যা '১৬ ,,

৬ মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

আহলে-হাদীস আন্দোলনের মুখপত্র

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ টাকা

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

প্রকাশ মহল ঃ আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পবলি শং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২ ফোন ঃ ২৪৫৪৯০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাকাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth October, 1969 Regd. No. DA—130
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।
মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org